রাঁচি, শুক্রবার
22:12:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>073 >> 05 Poush 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ০৭৩ >> << ০৫ই, পৌষ ১৪৩০>>

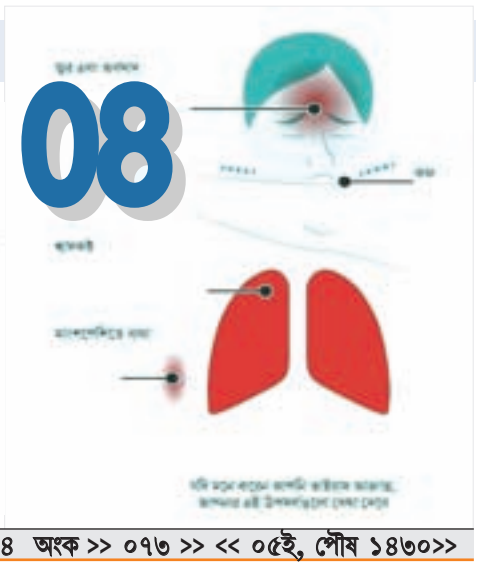

ভারতের লোকসভায় আমিত শাহ গণপিটুনির জন্য মৃত্যুদণ্ডের কথা জানালেন

নয়া দিল্লিঃ বুধবার ২০ ডিসেম্বর ভারতের লোকসভায় তিনটি নতুন ফৌজদারি আইন বিল নিয়ে বক্তব্য পেশ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মোদী সরকারের নতুন আইন আনার কথা ঘোষণা করেছেন তিনি। অমিত শাহ জানিয়েছেন যে, প্রস্তাবিত আইন অনুসারে এবার গণপিটুনির জন্য দেশে মৃত্যুদণ্ডের বিধানও থাকবে। কেন্দ্র মতপ্রকাশ করে বলেছে প্রস্তাবিত নতুন বিলগুলির লক্ষ্য হল 'শাস্তির' পরিবর্তে 'ন্যায়বিচার'-এর উপর বেশি জোর দিয়ে দেশের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার পুনর্গঠন করা। একইসঙ্গে নতুন প্রস্তাবিত বিলে নারী, শিশু সহ সমাজের প্রত্যেক নাগরিকের সুরক্ষা আরও সুনিশ্চিত করা হয়েছে বলেও দাবি করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। বুধবার মব লিঞ্চিং নিয়ে প্রস্তাবিত বিলের কথা জানান অমিত শাহ।

বাজার দর
SENSEX : 70865.10 +358.79
NIFTY : 21255.05 +104.90

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
24.00 °c	09.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17 .07 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 06 .26 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 59,900 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 57,050 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 75,400 টাকা./কিলো

ভারতে নতুন আইন, নির্বাচন কমিশনে নিয়োগের দায়িত্ব নিচ্ছে সরকার

নয়াদিল্লি ঃ ভারতের নির্বাচন কমিশনের (ইসি) নিযুক্তি থেকে পুরোপুরি ছেঁটে ফেলা হলো সুপ্রিম কোর্টকে। মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার ও দুই নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের দায়িত্ব হাতে নিল কেন্দ্রীয় সরকার। এসংক্রান্ত বিল আজ বৃহস্পতিবার বিরোধীমুক্ত লোকসভায় পাস হলো। এই বিল আগেই রাজ্যসভায় পাস হয়েছিল। রাষ্ট্রপতির সইয়ের পর তা নতুন আইন হিসেবে গণ্য হবে।

এই আইন বলবৎ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের নির্বাচন কমিশন তার নিরপেক্ষতা পুরোপুরি হারিয়ে ফেলবে বলে বিরোধীদের অভিমত।

ভারতের নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের ভার বরাবরই সরকারের হাতে ছিল। সরকারও নিজের পছন্দমতো কর্তা নিয়োগ করত। এক সদস্যের কমিশন থেকে ক্রমেই তা তিন সদস্যের কমিশন হয়। একজন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ও দুজন নির্বাচন কমিশনার এখন দায়িত্ব পালন করেন।

ভারতে কমিশনারদের নিয়োগের কোনো আইন ছিল না। পরে সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপে প্রধানমন্ত্রী, লোকসভার বিরোধী দলের নেতা ও সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি মিলে কমিশনারদের নিয়োগ করতে থাকেন। সুপ্রিম কোর্ট চলতি বছর এক মামলায় আইন তৈরির ওপর জোর দেন। শীর্ষ আদালত বলেছিলেন, যত দিন না আইন হচ্ছে, তত দিন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ও বিরোধী নেতার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী কমিশনারদের নিয়োগ করবেন। বিল পাস হওয়ার পর সুপ্রিম কোর্টের আর কোনো ভূমিকাই থাকবে না।

নতুন আইন অনুযায়ী তিন কমিশনার নিযুক্তির দায়িত্বে থাকবেন প্রধানমন্ত্রী, তাঁর পছন্দমতো একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং সংসদের বিরোধী নেতা। সংখ্যাগরিষ্ঠতার ফলে বিরোধী নেতার আপত্তি সত্ত্বেও সরকার মনোনীতরাই হবেন দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ও দুই নির্বাচন কমিশনার। সে ক্ষেত্রে নির্বাচন পরিচালনায় বিরোধীদের নিরপেক্ষতার বিন্দুমাত্র আশা থাকবে না।

সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রবিশেষে সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপ এই সরকার মানতে চাইছে না। সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগ ও বদলিসংক্রান্ত সিদ্ধান্তের শরিক হতেও সরকার বদ্ধপরিকর। যদিও এখনো সেই দায়িত্ব পুরোপুরি শীর্ষ আদালতের হাতে। সে জন্য জ্যেষ্ঠ বিচারপতিদের এক কমিটি রয়েছে। তাঁরাই নিযুক্তি ও বদলিসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে তা অনুমোদনের জন্য কেন্দ্রে পাঠান। এটাকে 'কলেজিয়াম ব্যবস্থা' বলা হয়।

সরকার দীর্ঘদিন ধরেই চাইছে ওই ব্যবস্থার শরিক হতে। সুপ্রিম কোর্টের আপত্তিতে তা এখনো পারছে না। বিরোধীদের অভিযোগ, সেই কারণেই বিল পাস করে নির্বাচন কমিশনের নিযুক্তি থেকে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে সরকার বাদ দিল।

প্রতিটি নির্বাচনের আগে আদর্শ নির্বাচনবিধি মানা হচ্ছে কি না, কমিশন তা খতিয়ে দেখে। কিন্তু ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত তিনি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ কিংবা বিজেপির অন্যান্য শীর্ষ কোনো নেতার বিরুদ্ধে আনা কোনো অভিযোগই কমিশন আমলে নেয়নি। বিরোধীদের অভিযোগ, এই আইন প্রণয়ন হওয়ার পর নির্বাচন কমিশন তার নিরপেক্ষ চরিত্র পুরোপুরি হারিয়ে ফেলবে। কমিশন হয়ে উঠবে সরকারের আজ্ঞাবহ।

ভারতে বিরোধী দলবিহীন ফাঁকা লোকসভায় বিতর্কিত বিল পাস

নয়াদিল্লি ঃ বিরোধীহীন সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভায় গতকাল বুধবার পাস হয়ে গেল বহু বিতর্কিত দুটি বিল। আজ বৃহস্পতিবার যা প্রায় বিরোধীশূন্য রাজ্যসভাতেও পাস হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তা হলেই 'দণ্ড সংহিতা' বিলের মতো নতুন 'টেলিকম' বিলও আইনের মর্যাদা পেয়ে যাবে এবং সরকার হাতে পাবে ইচ্ছেমতো দমন-পীড়নের আরও ক্ষমতা।

ভারতীয় দণ্ডবিধি তৈরি হয়েছিল ১৮৬০ সালে। তার ১৩ বছর পর ১৮৭৩ সালে ফৌজদারি দণ্ডবিধি। এর এক বছর আগে ১৮৭২ সালে ব্রিটিশ সরকার প্রণয়ন করেছিল সাক্ষ্য আইন। ব্রিটিশদের তৈরি ফৌজদারি দণ্ডবিধিতে সন্ত্রাসবাদের উল্লেখ ছিল না। কাজেই তার সংজ্ঞাও ছিল না। একইরকম ছিল না গণপিটুনির উল্লেখ। 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার' তৈরি ওই তিন আইনের ভারতীয়করণের কাজে হাত দিয়ে বিজেপি সরকার যে তিন নতুন আইন নিয়ে এল, তাতে সন্ত্রাসবাদ ও গণপিটুনির অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে। যেভাবে তা ঘটানো হয়েছে, বিরোধীদের আপত্তি সেখানেই। তারা মনে করছে, নতুন এই আইনের মধ্য দিয়ে বিজেপি ভারতকে পুরোপুরিভাবে 'পুলিশি রাষ্ট্রে' পরিণত করবে। ব্রিটিশ জমানার দণ্ডবিধি বদলে গতকাল লোকসভায় কণ্ঠভোটে পাস করানো হয় ভারতীয় 'ন্যায় সংহিতা', 'নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা' ও 'সাক্ষ্য অধিনিয়ম' বিল। এরই সঙ্গে পাস হয় নতুন টেলিকম বিলও। এসংক্রান্ত পুরোনো টেলিগ্রাফ ও ওয়্যারলেস টেলিগ্রাফ আইনও তৈরি হয়েছিল ব্রিটিশ আমলে। এই বিল নিয়েও বিরোধীরা শঙ্কিত। তাদের অভিযোগ, জাতীয় নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে ভারত সরকার যেকোনো টেলিযোগাযোগ পরিষেবার নিয়ন্ত্রণ হাতে নিতে পারবে। পুরোপুরি ইন্টারনেটনির্ভর ফোন ও তাতে পাঠানো খুদে বার্তাকেও টেলিযোগাযোগের আওতায় আনা হয়েছে। এর দরুন রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার ধুয়ো তুলে 'হোয়াটসঅ্যাপ', 'সিগন্যাল', 'ভাইবার' বা এ ধরনের ইন্টারনেটনির্ভর যোগাযোগের ফোনকল ও মেসেজের ওপরও সরকার নজরদারি চালাতে পারবে বলে মনে করা হচ্ছে। নতুন দণ্ডবিধিতে সন্ত্রাসবাদ ঢোকানোর প্রয়োজনীয়তা কেন বিলের আলোচনায় গতকাল লোকসভায় সেই প্রশ্ন তুলেছিলেন এআইএমআইএমের সদস্য আসাউদ্দিন ওয়েইসি। তাঁর যুক্তি, দেশে জারি রয়েছে 'ইউএপিএ'র মতো কঠোর আইন, যা বেআইনি কার্যকলাপ রোধের জন্যই তৈরি। সন্ত্রাসবাদ অবশ্যই বেআইনি, তাই নতুন আইনে নতুন করে সন্ত্রাসবাদের অন্তর্ভুক্তি অর্থহীন।

রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় খেরসনে ৯জন আহত

ইউক্রেন ঃ ইউক্রেনের কর্মকর্তা বলছেন, বুধবার রুশ বিমান হামলায় দক্ষিণাঞ্চলের শহর খেরসনে ৪ শিশুসহ ৯ জন আহত হয়েছেন। ইউক্রেনের বিমান বাহিনী বলছে, রুশ বাহিনী ইউক্রেনের কিয়েভ, ওডেসা, খেরসন ও আরও ৬টি অঞ্চলে হামলার উদ্দেশ্যে ১৯টি সশস্ত্র ড্রোন পাঠায়।

ইউক্রেনীয় বিমান হামলা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ১৯টির মধ্যে ১৮টি ড্রোন ভূপাতিত করেছে বলে সামরিক বাহিনী জানিয়েছে।

কিয়েভের সামরিক প্রশাসনের প্রধান সের্হি পপকো জানান, কিয়েভে কোনো ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের সংবাদ পাওয়া যায়নি।

সামরিক বাহিনী বলছে, রাশিয়া পূর্ব ইউক্রেনের খারকিভে ২টি গাইডেড ক্ষেপণাস্ত্র দিয়েও হামলা চালিয়েছে।

জেলেন্সকির কাছে সৈন্য দাবী

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকি মঙ্গলবার বলেছেন, তার দেশের সামরিক বাহিনী রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে বাড়তি সাড়ে ৪ লাখ থেকে ৫ লাখ ইউক্রেনীয়দের সেনাবাহিনীতে যুক্ত করার অনুরোধ জানিয়েছে। বছর শেষের এক সংবাদ সম্মেলনে জেলেন্সকি জানান, এই অনুরোধের বিষয়ে এখনো কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি এবং সরকারের শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তারা এটা নিয়ে আলোচনা করবেন। তিনি বলেন, আমি বলেছি, এই উদ্যোগকে সমর্থন জানাতে আমার আরও যুক্তি প্রয়োজন। কারণ, প্রথমত, এর সঙ্গে মানুষের জীবন জড়িত। দ্বিতীয়ত, এখানে ন্যায়বিচারের প্রসঙ্গটিও রয়েছে। এর সঙ্গে প্রতিরক্ষা সক্ষমতা ও আর্থিক বিষয়গুলোও জড়িত।

পুতিনের প্রশংসা

মস্কোতে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন জুন থেকে শুরু হওয়া ইউক্রেনীয় পালটা হামলা ঠেকিয়ে দেওয়ার জন্য তার দেশের সেনাবাহিনীর প্রশংসা করেন। তিনি মঙ্গলবার সামরিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এক বৈঠকে বলেন, আমাদের সেনারা এখন চালকের আসনে। আমাদের যা প্রয়োজন, আমরা যা করতে চাই, তা আমরা করছি। সুরক্ষিত রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে ইউক্রেনীয় পালটাহামলা বস্তুত মুখ থুবড়ে পড়েছে। তারা শুধু দেশের পূর্ব প্রান্তে সামান্য ভূখণ্ডের দখল ফিরে পেতে সক্ষম হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

ভারতের ধনীতম মহিলা সাবিত্রী জিন্দাল

নয়া দিল্লি ঃ ভারতের ধনীতম মহিলা সাবিত্রী জিন্দাল। ব্লুমবার্গ বিলিওনেয়ার ইনডেক্সের রিপোর্ট অনুযায়ী, চলতি বছরে ওপি জিন্দল গোষ্ঠীর কর্ণধার সাবিত্রীর সম্পত্তি বৃদ্ধির পরিমাণ আম্বানি-আদানি গোষ্ঠীর থেকেও বেশি, এমনকি তার সম্পত্তির পরিমাণ উইপ্রোর মালিক ভারতের ধনীতম ব্যক্তি আজিম প্রেমজির থেকেও বেশি। বর্তমানে দেশের ধনীতম মহিলাদের তালিকায় শীর্ষস্থানে রয়েছেন সাবিত্রী জিন্দাল। বিলিয়নিয়ারদের তালিকায় নাম রয়েছে তার। ব্লুমবার্গ বিলিওনেয়ার ইনডেক্সের রিপোর্ট অনুযায়ী, ৭৩ বছরের সাবিত্রী জিন্দলের মোট সম্পত্তির পরিমাণ ২৮৩০ কোটি ডলার। চলতি বছরে দেশের ধনীতমদের তালিকায় তিনিই শীর্ষে, কারণ উইপ্রোর শেয়ারে পতন হওয়ার পর সাবিত্রী জিন্দলের সম্পত্তি বৃদ্ধির পরিমাণই বেশি। ১৯৭০ সালে জিন্দাল গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা শিল্পপতি ওমপ্রকাশ জিন্দালের সঙ্গে বিয়ে হয় সাবিত্রী জিন্দালের। ওমপ্রকাশ ছিলেন দেশের ইস্পাত সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি। ২০০5 সালে কপ্টার দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় ওমপ্রকাশের। উত্তর প্রদেশের সহারনপুরের কাছে তার হেলিকপ্টার ভেঙে পড়ে। ওমপ্রকাশের সঙ্গে মৃত্যু হয়েছিল হরিয়ানার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বংশীলালের ছেলে তথা সে সময় উত্তর প্রদেশের রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী সুরেন্দ্র সিংয়ের। ওমপ্রকাশ ছিলেন হরিয়ানার হিসার বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক। মৃত্যুকালে তিনি ছিলেন হরিয়ানার বিদ্যুত্মন্ত্রী। ব্যবসার খুঁটিনাটি সাবিত্রী যখন শিখে নেন তখন তার বয়স ছিল ৫৫ বছর। তিনি ব্যবসাকে আরও এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। ফোর্বস ম্যাগাজিনের রিপোর্ট অনুযায়ী, দেশের ধনীতম শিল্পপতিদের তালিকায় চতুর্থ স্থানে ছিলেন সাবিত্রী জিন্দাল। কিন্তু এখন তার সম্পত্তির পরিমাণ আরও বেড়েছে। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত দুই বছরে তার সম্পদ বেড়েছে ৮৭ শতাংশ। এই সময়ে উইপ্রোর শেয়ারে ধস নামায় আজিম প্রেমজির সম্পদের পরিমাণ ৪২ শতাংশ কমেছে। ব্লুমবার্গ বিলিয়নেয়ার্স ইনডেক্স সম্প্রতি একটি পরিসংখ্যান পেশ করেছে। সেটি অনুসারে, দু'বছর আগে প্রেমজি ভারতের তৃতীয় ধনী ব্যক্তি ছিলেন। তার থেকে এগিয়ে ছিলেন মুকেশ আম্বানি ও গৌতম আদানি। কিন্তু গত দুই বছরে উইপ্রোর ব্যবসায় ক্ষতি হওয়ায় প্রেমজির সম্পদও কমেছে। ফলত গেছেন সাবিত্রী জিন্দাল।

বিপজ্জনক অসংখ্য শিশু এমন কী তাদের নিহত মা,বাবা ও পরিবারের সদস্যদের জন্য শোক প্রকাশ করার সুযোগও পাচ্ছে না

শিশুদের জন্য গাজা বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক স্থানঃ জাতিসংঘ

গাজা (এজেন্সী)ঃ জাতিসংঘের একটি শীর্ষ সংস্থা বলছে গাজা ভূখন্ড হচ্ছে শিশুদের জন্য বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক স্থান, কারণ ইসরাইলের সামরিক বাহিনী এ অঞ্চলে নিরবচ্ছিন্ন বোমাবর্ষণ করে হাজার হাজার শিশুকে হতাহত করছে। রোগীর চাপে পিষ্ট হাসপাতালগুলোর অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে আরও হাজার হাজার শিশু সংক্রামক রোগে ভুগছে এবং খাবার,পানি ও ওষুধের অভাবে দুর্দশায় আছে।

ইউনিসেফের মুখপাত্র জেমস এলডার মঙ্গলবার জেনেভায় সাংবাদিকদের বলেন,আমি এ বিষয়টি নিয়ে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। যারা ক্ষমতায় আছেন,তারা লাখ লাখ শিশুর ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া দুঃস্বপ্নের সঙ্গে তুলনীয় মানবিক সংকটকে উপেক্ষা করছেন। সম্প্রতি গাজায় ২ সপ্তাহের সফর শেষে ফিরে এসে এলডার জানান, আমি ক্ষুব্ধ কারণ ইতোমধ্যে এক বা একাধিক অঙ্গ হারিয়েছে, এমন শিশুরাও চিকিৎসাধীন অবস্থায় নাসের হাসপাতালে বোমা হামলায় নিহত হচ্ছে। আমি ক্ষুব্ধ,কারণ কোথাও না কোথাও লুকিয়ে থাকার প্রচেষ্টায় আরও অনেক শিশু প্রতিদিন তাদের অঙ্গ হারাচ্ছে।

আমি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ,কারণ অসংখ্য শিশু এমন কী তাদের নিহত মা,বাবা ও পরিবারের সদস্যদের জন্য শোক প্রকাশ করার সুযোগও পাচ্ছে না, বলেন তিনি।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ইসরাইলি হামলায় ১৯,৪০০ জনেরও বেশি ফিলিস্তিনি নাগরিক নিহত হয়েছেন, যাদের ৭০ শতাংশই নারী ও শিশু। ৭ অক্টোবর ইসরাইলে হামাস ও অন্যান্য সশস্ত্র সংগঠনের সদস্যরা হামলা চালালে দেশটির ১,২০০ জনেরও বেশি সেনা ও বেসামরিক নাগরিক নিহত হন। এ ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় ইসরাইল গাজা ভূখণ্ডে বিমান ও স্থল হামলা শুরু করে।

যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৭ সালে হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে। ইসরাইল, মিশর, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপানও হামাসকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করে।এলডার বলছেন, দক্ষিণ গাজার খান ইউনিসে অবস্থিত আল নাসের হাসপাতাল গত ৪৮ ঘণ্টায় ২ বার কামান হামলার শিকার হয়। তিনি উল্লেখ করেন, হাসপাতালগুলোতে অসংখ্য গুরুতর আহত শিশু ও নিরাপদ আশ্রয় প্রত্যাশী হাজার হাজার নারী-শিশু অবস্থান করছে। তিনি বলেন, তাহলে শিশুরা ও তাদের পরিবারের সদস্যরা কোথায় যাবে?, প্রশ্ন করেন তিনি। তারা হাসপাতালে নিরাপদ নয়। তারা আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপদ নয়। এবং অবশ্যই,তারা তথাকথিত নিরাপদ জোনেও নিরাপদ নয়।

শুধুমাত্র জুয়াকে ঘিরেই তৈরি হয়েছে একদিনের মেলা, সেই জুয়ারি মেলাতে আবার রয়েছে পুলিশি প্রহরা

মালদা ঃ কথায় আছে জুয়া খেলা অপরাধ, ধরা পড়লেই সাজা । কিন্তু এটা হয়তো অনেকেই জানেন না, শুধুমাত্র জুয়াকে ঘিরেই তৈরি হয়েছে একদিনের মেলা । সেই জুয়ারি মেলাতে আবার রয়েছে পুলিশি প্রহরা । শুনতে আশ্চর্য লাগছে। কিন্তু এটা গল্প হলেও সত্যি । এ এক এমন আজব মেলা যেখানে বাড়ির মেয়ে, বউ এবং বয়স্করাও অন্তত একটা দিন জুয়ার আসরে অংশ নেন । কারণ একটাই , সংসারের আর্থিক সমৃদ্ধি এবং সুখ শান্তির কামনায় শতবর্ষ প্রাচীন এই জুয়াড়ি মেলা আজও হয়ে চলেছে পুরাতন মালদা পুরসভার অন্তর্গত মোকাতিপুর এলাকায়। সোমবার ছিল মুলাষষ্ঠী । আর সেই মুলাষষ্ঠীর পুজো দিয়েই বাসি মুখে জুয়া খেলায় অংশ নেন মহিলারা। কেউ হারেন , আবার কেউ জেতেন। কিন্তু হারজিত বড় কথা নয় । এই জুয়ারি মেলাকে ঘিরে প্রচলিত রয়েছে যে , মুলাষষ্ঠী পূজার পর মেলাতে জুয়ার আসরে অংশ নিলেই সংসারে আসবে আর্থিক সমৃদ্ধি, গোটা বছর থাকবে সুখ শান্তি। এই মেলা দেখতে আশেপাশের গ্রাম থেকে বহু মানুষ ভিড় করেন । সুষ্ঠুভাবে মেলা পরিচালিত করার ক্ষেত্রেও থাকে পুলিশি প্রহরা, যাতে ছিঁচকে চোরের কোনো উপদ্রব না হয়।

সোমবার ছিল মুলাষষ্ঠী । আর সেই মুলা ষষ্ঠীকে ঘিরেই পুরাতন মালদার মোকাতিদিপুরে জাঁকজমকভাবে অনুষ্ঠিত হয় জুয়ারী মেলার আসর। যদিও মহিলাদের পাশাপাশি পুরুষেরাও আংশিকভাবে এই মেলায় অংশ নিয়ে থাকেন। নিজেদের ব্যবসা বৃদ্ধি এবং মঙ্গল কামনায় সকলেই আসেন জুয়াড়ি মেলায় একবারের জন্য অংশ নিতে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে মেলা প্রাঙ্গনেই মূর্তি তুলেই মূলষষ্ঠী পুজো হয়ে থাকে। সকালে শুরু হয় ষষ্ঠীপুজো। পুজো শেষ হতে না হতেই বসে জুয়াখেলার আসর। শুধু মালদা কিংবা রাজ্যের অন্যান্য জেলা থেকে নয়, বিহার, ঝাড়খণ্ড, এমনকি অসম থেকেও অনেকে এই মেলায় অংশ নিতে আসেন।

এই মেলার কাহিনী অতি প্রাচীন। তুর্কি শাসনকালে পুরাতন মালদায় ছিল ঘন জনবসতি। শোনা যায়, সেই সময় মোকাতিপুর এলাকায় ছিল ঘন জঙ্গল এবং জন্তু জানোয়ারের বাস। বাঘের ভয়ে দিনদুপুরেও ওই এলাকায় যাওয়ার সাহস পেত না কেউ। সেই জঙ্গলেই ছিল ষষ্ঠীদেবীর বেদি। তাই ঘরের মেয়েবউরা যখন মুলাষষ্ঠী তিথিতে সেই বেদিতে পুজো দিতে যেতেন, তখন বাড়ির পুরুষরা দল বেঁধে তাঁদের পাহারা দিতেন। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত চলত পুজো। পুরুষরা অতক্ষণ একভাবে বসে থাকতে না পেরে শুরু করেন জুয়া খেলা। সেই শুরু। এখন তা হয়ে উঠেছে প্রাচীন ঐতিহ্যে। আগে শুধু পুরুষরা এই মেলায় অংশ নিলেও সময় গড়ানোর সঙ্গে মহিলারাও জুয়া খেলায় সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। এদিন মেলায় উপস্থিত গৃহবধূ পাপী আনন্দী দেবিকা বর্মন বলেন, ঐতিহ্যের কাছে বৈধ-অবৈধ প্রশ্ন হয় না। কয়েকশো বছরের পুরোনো এই মেলায় যাবার পর জুয়া খেললে সারা বছর সংসারে সুখ থাকে অর্থের ভান্ডারে ভরে ওঠে এমনটাই রয়েছে আমাদের বিশ্বাস। অনেকেই হাতেনাতে ফল পেয়েছেন। লোকমুখে এমন কথা শুনেই এদিন মূলাষষ্ঠী দেবীর পুজো দিয়েছি। জুয়া খেলে মেলাতেই খাওয়া-দাওয়া করে বাড়ি ফিরেছি। মেলার এক উদ্যোক্তার কাছে জানা গিয়েছে, গত বছর মেলায় প্রায় দেড় কোটি টাকার জুয়া খেলা হয়েছে। এবার অবশ্য তার থেকেও বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

অবৈধভাবে বাঘের চামড়া বিক্রি করতে গিয়ে গ্রেফতার হলো তিনজন

কলকাতা ঃ অবৈধভাবে বাঘের চামড়া বিক্রি করতে গিয়ে গ্রেফতার হলো তিনজন। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বন সুরক্ষা বিভাগের আধিকারিকরা গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তিনজনকে গ্রেফতার করেন । তিনজনের বাড়ি উড়িষ্যায়। বনদপ্তর সূত্র জানা গেছে ওই তিনজন এই বাঘের চামড়া ১০ লাখ টাকায় বিক্রি করার উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়েছিল। বেআইনি ভাবে বন্য প্রাণীদের নিয়ে ব্যবসা করার জন্য যথাযথ ধারায় মামলা দায়ের করা হবে বলে জানিয়েছেন বিভাগীয় বনকর্তারা।

উত্তরবঙ্গ বাসফোর ও হরিজন কল্যাণ সংস্থা হরিজন সমাজের উন্নয়নে আন্দোলন করবে

শিলিগুড়ি ঃ সাফাই কর্মী ও হরিজন সমাজের উন্নয়নের দাবিতে পথে নামতে চলেছে উত্তরবঙ্গ বাসফোর এন্ড হরিজন ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন। মঙ্গলবার দুপুরে শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সংগঠকের জানানো হয় আগামী ২৬ শে ডিসেম্বর কোচবিহারের গান্ধী মূর্তি পাদদেশ থেকে শিলিগুড়ির উত্তরকন্যা পর্যন্ত একটি পদযাত্রা করবে তারা। সংগঠনের দাবি এর আগেও একাধিকবার সাফাই কর্মীদের উন্নয়নের দাবিতে সরকারকে চিঠি দেওয়া হলেও সরকার এখনো পর্যন্ত তাদের উন্নয়নে কোনো কাজ করেনি তাই এবার পথে নামবে সংগঠন।

গোসানিমারি দুই গ্রাম পঞ্চায়েতের মালিহাট থেকে কোদাল ধোয়া পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ছয় কিলোমিটার রাস্তার কাজের সূচনা হলো

কোচবিহার ঃ গোসানিমারি দুই গ্রাম পঞ্চায়েতের মালিহাট থেকে কোদাল ধোয়া পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ছয় কিলোমিটার রাস্তার কাজের সূচনা হলো। মঙ্গলবার এই কাজের সূচনা করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। মালিরহাটে এক অনুষ্ঠানে এই কাজের সূচনা লগ্নে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া, জেলা পরিষদের বিদ্যুৎ কর্মাধ্যক্ষ নুর আলম হোসেন, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তপতি রায়, পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ মতিউর রহমান, গোসানিমারি দুই গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ফাতেয়া রাব্বানা, তৃণমূলের গোসানিমারি দুই অঞ্চল সভাপতি কেরামত আলী প্রমুখ। এদিন এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী বলেন, উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমার কাছে সিতাই এবং দিনহাটা বলে আলাদা কিছু নেই। এদিন এই কাজের সূচনা লগ্নে উপস্থিত সকলের সামনে মন্ত্রী উল্লেখ করেন এই রাস্তা হলে এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি যেমন মিটবে তেমনি চলাচলের ক্ষেত্রে আর কোনো বাধা থাকবে না। এই রাস্তার জন্য ব্যয় হচ্ছে প্রায় সাড়ে সাত কোটি টাকা। বর্তমান আর্থিক বর্ষে আগামী এপ্রিল মাসের মধ্যেই যাতে এই কাজ শেষ হয় তার জন্য তিনি এদিনের এই অনুষ্ঠান মঞ্চেই উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার থেকে শুরু করে এই রাস্তার যারা বরাত পেয়েছেন তাদের কাছেও সহযোগিতা চান।

বাড়ির কাঁঠাল গাছে প্রতিবন্ধী বৃদ্ধের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য জলপাইগুড়িতে

জলপাইগুড়ি ঃ মানব রায় বয়স আনুমানিক (৬০) জলপাইগুড়ি নেতাজিপাড়া পরেশ মিত্র কলোনি পুরসভার ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাড়ির কাঁঠাল গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় মৃতদেহ দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেওয়া হলে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ তদন্তে। খবর ছড়িয়ে পড়তেই ঘটনাস্থলে বহু মানুষ ভিড় জমান। বাড়িতে কেউ ছিল না, ফাঁকা বাড়িতেই এই ঘটনা বলে পরিবার সূত্রে জানা যায়। তবে কি কারণে এই ঘটনা এখনো পরিষ্কার নয়। পুলিশের তরফে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

ধান থেকে চাল তোলার মেশিনে শর্ট সার্কিটের কারণে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক

জলপাইগুড়ি ঃ ধান ভাঙার মেশিন থেকে শর্ট সার্কিট হয়ে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল জলপাইগুড়িতে। জমিয়ে রাখা ধানের স্তূপে আগুন ধরে যায়। মঙ্গলবার সকালে চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা ঘটেছে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বাহাদুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চরকডাঙ্গী এলাকায়। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। পোয়ালের পুঞ্জিতে আগুন ছড়িয়ে পড়তেই কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা এলাকা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে দমকলের একটি ইঞ্জিন। আসে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ। ঘঃটাখানেকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন দমকল কর্মিরা। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, সকালে ধান ভাঙার কাজ চলছিল। ওই সময় মেশিন থেকে ইলেকট্রিক সটসার্কিট হয়ে আচমকা আগুন ধরে যায়। স্তুপ করে রাখা অনেক ধান নষ্ট হয়ে গেছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে এবার ময়দানে নামলো মহিলা তৃনমূল। দিদির উন্নয়নকে হাতিয়ার ও বিজেপি শাসিত রাজ্য গুলিতে মহিলাদের ওপর অত্যাচার এইসব ইস্যুকে সামনে রেখে পাড়ার মহিলাদের নিয়ে বৈঠক সহ একগুচ্ছ কর্মসূচি নিয়ে টানা ৪৫ দিন ধরে প্রচারে নামতে চলেছে তৃনমূলের প্রমীলা বাহিনীর সদস্যারা। তৃনমূলের এই কর্মসূচিকে কটাক্ষ করেছেন বিজেপি মহিলা মোর্চার জেলা নেত্রীত্ব। ৪৫ দিনের এই কর্মসূচিকে বাস্তবায়িত করতে তৃনমূলের জেলা কার্যালয়ে মহিলা তৃণমূলের জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির পক্ষ থেকে একটি জরুরি সাংগঠনিক বৈঠক ডাকা হয়েছিলো। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি মহুয়া গোপ, মহিলা তৃণমূলের জেলা সভাপতি নুরজাহান বেগম, জলপাইগুড়ি পৌরসভার চেয়ারম্যান পাপিয়া পাল সহ অন্যান্যরা। বৈঠকের পর মহিলা তৃণমূলের জেলা সভাপতি নুরজাহান বেগম বলেন লোকসভা ভোট উপলক্ষে দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে ১৬ ডিসেম্বর থেকে ৬ ই ফেব্রুয়ারি টানা ৪৫ দিন ধরে বিভিন্ন কর্মসূচি নিতে। যার মধ্যে একদিকে রয়েছে দিদির উন্নয়ন। অন্যদিকে রয়েছে বিজেপির বঞ্চনা, বিজেপি শাসিত রাজ্য গুলিতে মহিলাদের ওপর অত্যাচার। বিলকিস বানু হত্যাকান্ডতে জড়িয়ে থাকা আমাসীদের বেকসুর খালাস পাওয়া ইত্যাদি। পাড়ার মহিলাদের এই বৈঠক গুলিতে ডেকে নিয়ে এইসব বিষয়ে অবগত করা। এছাড়া কেন্দ্রের বঞ্চনার প্রতিবাদে মুখে কালো কাপড় বেঁধে মৌন মিছিল। মোটের উপর আসন্ন লোকসভা নির্বাচন উপলক্ষে এইভাবে প্রাথমিক প্রচার পর্ব সারা হবে। অপরদিকে তৃনমূলের এই কর্মসূচিকে কটাক্ষ করলেন বিজেপি মহিলা মোর্চার জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সম্পাদিকা অঙ্কিতা ছেত্রী। তার দাবী এটি মরন কালে হরির নাম ছাড়া আর কিছু নয়। কারন কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত প্রকল্পকে নাম বদলে নিজের বলে চালাচ্ছে বর্তমান রাজ্য সরকার। পাশাপাশি নারী নির্যাতন। সমস্ত প্রকল্পে লুঠ। নিয়োগে দুর্নীতি। মন্ত্রীরা জেলে। তাই মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিকেই বেছে নেবে। এইসব ছেলে ভোলানো কথায় কান দেবেনা মানুষ।

আয়া মাশিদের কাজ চালুর দাবিতে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে সুপারের ঘরের সামনে কংগ্রেসের অবস্থান বিক্ষোভ

আলিপুরদুয়ার। আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করলো জেলা কংগ্রেসের নেতৃত্বরা। জানাগেছে দীর্ঘ প্রায় ৮ মাস আগে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীর আত্মীয়দের কাছ থেকে জোরপূর্বক টাকা আদায়ের অভিযোগ তুলে হাসপাতালের আয়া মাসিদের কাজ থেকে বের করেদেয় জেলা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। সেই সময় থেকে কর্মহীন দুইশতাধিক আয়া কর্মী। সেই ঘটনায় জেলা হাসপাতালের আয়া কর্মীদের পুনরায় কাজে বহাল রাখার দাবিতে এদিন এই অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করল জেলা কংগ্রেসের নেতাকর্মীরা। কংগ্রেস নেতৃত্বদের সঙ্গে অবস্থান-বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন শতাধিক কর্মহীন আয়া কর্মীরা।

শিলিগুড়িতে একটি বেআইনি নির্মাণের তদন্ত করতে এসেছে সিআইডি

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি বর্ধমান রোডএর একটি ভবনের বিল্ডিং প্ল্যান নিয়ে প্রশ্ন। উত্তর খুঁজছে সিআইডি। ইতিমধ্যে হারিয়ে যাওয়া নথি উদ্ধারে চিরুনি তল্লাশি শুরু হয়েছে। এমনকি বাগরাকোটস্থিত পুরনিগমের রেকর্ড রুমেও তালা ঝোলানো হয়েছে। অন্যদিকে, মঙ্গলবারও ফের একবার সিআইডির তিন সদস্যের প্রতিনিধি দল পুরনিগম পৌঁছোন। পুরনিগমের বিল্ডিং সেলে দীর্ঘ সময় আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন তারা। রুদ্ধদ্বার বৈঠক চলে প্রায় এক ঘন্টার বেশী সময়।

ফুলবাড়িতে পাকা রাস্তা তৈরির শিলান্যাস করলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র

শিলিগুড়ি। ফুলবাড়িতে পাকা রাস্তা তৈরির শিলান্যাস করলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব।মঙ্গলবার ফুলবাড়ি ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দোকানঘোরা থেকে লকডাউন মোড় হয়ে জিয়াগঞ্জ পর্যন্ত প্রায় ৫ কিলোমিটার রাস্তার কাজের সূচনা করা হয়।প্রায় ৮৯ লক্ষ্য টাকা ব্যয়ে এই রাস্তাটি তৈরি করা হচ্ছে। এদিনের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ নুরজাহান বেগম, জেলা পরিষদের সদস্য মনীষা রায়, জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক দেবাশীষ প্রামানিক, ফুলবাড়ি ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রফিকুল ইসলাম সহ অন্যান্যরা।এই বিষয়ে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব বলেন, এই রাস্তাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা।রাস্তাটি ২০১৯ সালে বানানো হয়েছিল। বর্তমানে এই রাস্তাটি মেরামত ও চওড়া করা হবে। ফলে এই এলাকার মানুষের অনেক সুবিধা হবে।আজ সেই রাস্তার কাজের শিলান্যাস করা হল।

কর্ম বিরতির দ্বিতীয় দিনে পৌর পরিষেবা বন্ধ রেখে কোচবিহার শহরে মিছিল করলো কোচবিহার পৌরসভার কর্মীরা

কোচবিহার ঃ পুলিশের বিরুদ্ধে লাঠিচার্জের অভিযোগ তুলে কর্ম বিরতির ডাক দিয়েছে কোচবিহার পৌরসভার কর্মীরা। কর্ম বিরতির দ্বিতীয় দিনে পৌর পরিষেবা বন্ধ রেখে কোচবিহার শহরে মিছিল করলো কোচবিহার পৌরসভার কর্মীরা। একদিকে পৌরসভার পানীয় জল এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ বাদ দিয়ে সমস্ত রকম পরিষেবা বন্ধ রেখেছে পৌরসভা কর্মীরা। অন্যদিকে পৌরসভা সরকারি গাড়ির তেল পুড়ি য়ে সরকারি গাড়ি নিয়ে মিছিল করলো পৌরসভার কর্মীরা। সরকারি গাড়ি নিয়ে সরকারি তেল পড়িয়ে পৌর কর্মীদের এই মিছিলকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে জল্পনা। উল্লেখ্য কত ১৬ই ডিসেম্বর শেষ হয়ে যায় কোচবিহার পৌরসভা পরিচালিত রাস মেলা। গত ১৭ ই ডিসেম্বর রাস মেলা ময়দানে ব্যবসায়ীরা দোকান খুলতে গেলে বাঁধা থাকে পুলিশ। অভিযোগ উঠে পুলিশের বিরুদ্ধে লাঠিচার্জের। পুলিশের লাঠি চার্জে কয়েকজন ব্যবসায়ী এবং পৌরকর্মীরা আহত হয় বলে অভিযোগ। সেই ঘটনার প্রতিবাদে গতকাল থেকে কর্ম বিরতির ডাক দেয় পৌরসভার কর্মীরা। গতকাল থেকে কোচবিহার শহরের পৌর পরিষেবা বন্ধ রয়েছে। সকাল থেকে আবর্জনা নেওয়া হয়নি কোন এলাকা থেকে। বন্ধ রয়েছে নিকাশী নালা পরিষ্কারের কাজ।

ছাত্র ছাত্রীদের বিএসএফএ ভর্তির জন্য বিভিন্নভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেন ১৫৯ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের কেদারিকা ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার

মালদা ঃ -১৫৯ নম্বর ব্যাটেলিনের উদ্যোগে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকার বৈদ্যপুর অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকার ছাত্র ছাত্রীদের বিএসএফএ ভর্তির জন্য বিভিন্নভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেন ১৫৯ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের কেদারিকা ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার।মঙ্গলবার সকালে এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েতে মেম্বার সহ এলাকার ছেলেমেয়েদেরকে নিয়ে একটি র‍্যালি বের করেন র‍্যালিটি কেদারিপাড়া ক্যাম্প থেকে শুরু করে গোটা দাল্লা এলাকায় পরিক্রমা করে।এই র‍্যালির মাধ্যমে এলাকার ছেলে মেয়েদেরকে উৎসাহিত করেন যাতে বিএসএফে ভর্তির হওয়ার জন্য কোন সমস্যা না হয়।এবং কি কি বিষয় বিএসএফে ভর্তির জন্য দরকার তা আলোচনা করেন এলাকার ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে বিএসএফের ভর্তির হতে কোনো সমস্যা না হয়। তাই সীমান্তবর্তী এলাকার ছেলেমেয়েদের তাই আজ একটি র‍্যালি মধ্যে দিয়ে এলাকাবাসী কে উৎসাহিত করেন।

উপস্থিত ছিলেন - ১৫৯ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের কোম্পানি কমান্ডার কে,পি,সিং,বৈদ্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে মেম্বার, দুলাল চন্দ্র রায় ও তপন হালদার,জনকল্যাণ সংঘ ও গ্রন্থাগার সম্পাদক মহিতোস রায় সহ বিএসএফের জোওয়ানেরা।

শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ির ৩ যুবককে ৭টি চোরাই টোটো গাড়ি সহ গ্রেফতার করা হয়েছে

শিলিগুড়ি ঃ রাস্তাঘাটে টোটো দেখলেই নজর রাখা হতো চালক আশপাশে রয়েছে কিনা। চালক না থাকলে নিমেষেই সেই টোটো নিয়ে চম্পট দিতো চোর।শিলিগুড়িতে বহুদিন ধরেই টোটো চুরির ঘটনা ঘটছিল। গত ১২ ডিসেম্বর ডাবগ্রাম মাতৃসদনের সামনে থেকে একটি টোটো চুরি হয়। সেই টোটো চুরির অভিযোগে তদন্তে নেমে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে। উদ্ধার হয়েছে ৭ টি চুরি যাওয়া টোটো।সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে পুলিশ জলেশ্বরী এলাকা থেকে আবির গুহ নামে এক যুবককে গ্রেফতার করে। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ময়নাগুড়ি থেকে শ্যামল রায় ও প্রসেনজিত রায় নামে দুজনকে গ্রেফতার করে। ময়নাগুড়ি দোমহনী এলাকা থেকে উদ্ধার হয় ৭ টি চুরি যাওয়া টোটো। শিলিগুড়ির বিভিন্ন জায়গা থেকে টোটো চুরি করতো আবির। এরপর সেগুলি ময়নাগুড়িতে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দেওয়া হত। প্রায় ৩০-৪০ হাজার টাকায় এক একটি টোটো বিক্রি করে দেওয়া হতো। এছাড়াও টোটোর নম্বরপ্লেটগুলিও খুলে নেওয়া হতো। ধৃতদের এর গ্রেফতার করে পুলিশ হেফাজতে নিয়ে টোটোগুলি উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার উন্নয়ন নিয়ে শিলিগুড়ি মহাকুমা পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত

শিলিগুড়ি। শিলিগুড়ি মহাকুমা পরিষদের অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা উন্নয়নের স্বার্থে মহাকমা পরিষদের প্রধান কার্যালয় আযোজিত হল একটি বৈঠক ও কর্মশালা। জানা গিয়েছে গ্রামীন এলাকা উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আর্থিক বর্ষের বিভিন্ন কাজের জন্য টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সেই সমস্ত অর্থ কোন খাতে কিভাবে ব্যবহার করা হবে সেই বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এই দিনের বৈঠকে। মঙ্গলবার আযোজিত এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি মহাকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুন ঘোষ, সহসভাধিপতি রোমা রেশমি এক্কা সহ অন্যান্য আধিকারিকেরা। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে অরুন ঘোষ জানিয়েছেন গ্রামীণ এলাকা উন্নয়নের জন্য রাস্তাঘাট উন্নয়নসহ একাধিক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী অর্থ বরাদ্দ করে কাজ হবে।

কংগ্রেস ও নির্দল ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান

মালদা ঃ আবারো বড়সড়ো ভাঙ্গন বিরোধী শিবিরে। কংগ্রেস ও নির্দল ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান। মালতীপুরের চন্দ্রপাড়া অঞ্চলের নির্দলের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য আনিকুর শেখ এছাড়াও ধানগাড়া অঞ্চলের দুজন পঞ্চায়েত সদস্য এবং একজন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন এদিন তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা মালতিপুরের বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সি।

শীত পড়তেই ভল্লুকের আতঙ্ক ডুয়ার্সে

আলিপুরদুয়ার ঃ শীত পড়তেই ভল্লুকের আতঙ্ক ডুয়ার্সে।এবার লোকালয়ে চলে এলো ভল্লুক। মঙ্গলবার সকালে আলিপুরদুয়ার জেলার দক্ষিণ চালকর এলাকায় বক্সা জঙ্গল থেকে একটি ভল্লুক চলে আসে। ভল্লুকটি গ্রামের বিভিন্ন এলাকায় লাফিয়ে বেড়ায়। ভল্লুক দেখে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে বনদপ্তরে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের আধিকারিক ও বনকর্মীরা পৌছায় এবং নেট দিয়ে গোটা এলাকাকে ঘিরে দেয়। প্রায় কয়েক ঘন্টার প্রচেষ্টায় বনদপ্তর ঘুমপাড়ানি গুলি ছুঁড়ে ভল্লুকটিকে কাবু করে।পরবর্তীতে ভল্লুকটিকে উদ্ধার করে রাজাভাতখাওয়া নিয়ে যাওয়া হয়।

একাধিক মার্কেটে হানা দিল জেলা উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তরের আধিকারিকরা। বাজেয়াপ্ত করা হলো বেশ কয়েকটি ওজন যন্ত্র

মালদা ঃ শহরের একাধিক মার্কেটে ওজন কারচুপির অভিযোগ উঠে আসছিল। এবার এই অভিযোগ পেয়ে মঙ্গলবার সাত সকালে শহরের একাধিক মার্কেটে হানা দিল জেলা উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তরের আধিকারিকরা। বাজেয়াপ্ত করা হলো বেশ কয়েকটি ওজন যন্ত্র। এদিন তারা মালদা শহরের নেতাজি মাছ বাজার, মাংসের বাজারে অভিযান চালান। অভিযানে বেশকিছু মেয়াদ উত্তীর্ণ ওজনযন্ত্র বাজেয়াপ্ত করেন আধিকারিকরা। সেই সঙ্গে দু একজনের ওজনযন্ত্রে কারচুপিও হাতেনাতে ধরেন তারা। আর কারচুপি' ধরার পরপরই আইন মেনে ওই ব্যবসায়ীদের ফাইন করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় কেস রুজু করা হয়এমনটাই জানান জেলা বৈধ পরিমাপ আধিকারিক ও জেলা উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তরের আধিকারিকরা।

টোটো চালকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য

মালদা ঃ মঙ্গলবার ভোরে স্থানীয়দের নজরে পড়ে বট গাছে ঝুলন্ত দেহ। ইংরেজবাজার পৌরসভার এক নম্বর ওয়ার্ডের মাধবনগর বাদলমনি উচ্চ বিদ্যালয় এর সামনে মহানন্দা নদীর ধারে একটি বটগাছে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে ওই টোটো চালক। পারিবারিক অশান্তির জেরে আত্মহত্যা বলে অনুমান স্থানীয়দের। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে মৃত টোটো চালকের নাম প্রশান্ত সরকার (৫৩)। বাড়ি মাধবনগর নিমতলা এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ইংরেজরা থানার পুলিশ। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করে পুলিশ।

মালদার গাজোলে সাত সকালে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় নিহত এক বাইক আরোহী

মালদা ঃ মালদার গাজোলে সাত সকালে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় নিহত এক বাইক আরোহী । জানা যায় নিহত ব্যক্তির নাম আবুল নূর বয়স (৪১) বড়ি গাজোল সৈয়দপুর খেজুরটলা এলাকায়। পেশায় ছিলেন গাড়ি চালক । স্থানীয় সূত্রে জানা যায় আজ মঙ্গলবার সাত সকালে গাজোল ৫১২ নং জাতীয় সড়ক স্থানীয় এলাকায় সৈয়দপুর ইস্টান্ডে বাইক নিয়ে ওই যুবক মৃত্যু অবস্থায় পড়ে রয়েছে। স্থানিয়দের সূত্রে জানা যায় আনুমানিক ভোর চারটে নাগাদ কোনো এক গাড়ি নিমন্ত্রণ হারিয়ে বেপরোয়া ভাবে এসে ওই যুবককে সজরে ধাক্কা মেরে ফেলে চলে যায় ঘাতক গাড়িটি । এরপর ওই ব্যক্তির ঘটনা স্থানে তার মৃত্যু হয়। সাতসকালে স্থানীয় বাসিন্দাদের চোখে পড়তেই গাজোল থানার পুলিশ প্রশাসনকে খবর দিলে মৃত্যু বডিটিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে গাজোল গ্রামীন হাসপাতালে । এদিকে ও যুবকের ঘটনা তদন্তে নিমেছে গাজোল থানার পুলিশ ।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

মিয়ানমারে জান্তার বিরুদ্ধে লড়ছেন নারীরাও

নেপিদো ঃ মিয়ানমারের গণতন্ত্রপন্থী বিদ্রোহীদের একটি দলে যোগ দিয়েছে এক কিশোরীও। বয়স প্রায় ১৮-এর কাছাকাছি। তাকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে জান্তাদের ওপর ড্রোন হামলা চালানোর ইউনিটে। জান্তাবিরোধী ক্ষোভ ও বিপ্লবের ডাকে তার মায়ের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এই কিশোরী এখন সম্মুখ লড়াইয়ে অবতীর্ণ। জান্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মিলিত সশস্ত্র শক্তি 'পিপলস ডিফেন্স ফোর্সেস'-এর অধীনে পুরুষদের পাশাপাশি শত শত নারী লড়াইয়ে অংশ নিচ্ছেন। মো মো নামের এই কিশোরীও তাদেরই একজন। তার বেড়ে ওঠাটা মিয়ানমারের গণতন্ত্রের এক বিরল সময়ে। বর্তমানে ইওএ ও বার্মা কমিউনিস্ট পার্টির (বিসিপি) পুনর্গঠিত সশস্ত্র সংগঠন এমএনডিএএ ছাড়াও অভ্যুত্থানের কারণে ক্ষমতা হারানো এমপি ও রাজনীতিকদের গঠন করা ন্যাশনাল ইউনিটি গভর্নমেন্টের (এনইউজি) মদদপুষ্ট সশস্ত্র সংগঠন পিপলস ডিফেন্স ফোর্সেসের (পিডিএফ) সম্মিলিত শক্তি জান্তা সরকারের বিরুদ্ধে সক্রিয় রয়েছে। মো মো প্রথম দিকে সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ আয়োজনকারী একটি গ্রুপের সঙ্গে কাজ করত। কিন্তু জান্তাদের কয়েক মাসের ভয়াবহ হামলার প্রেক্ষাপটে সে যোদ্ধা হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। যোগ দেয় মান্দালয় পিডিএফে। মো মো বলে, 'আমার জন্ম মান্দালয়ে। আমি মান্দালয়ের মেয়ে। তাই আমি মান্দালয় পিডিএফে যোগ দিয়েছি।' শান রাজ্যের পাশেই ঘনবসতিপূর্ণ মান্দালয় অঞ্চল।

শান রাজ্যে ড্রোন হামলা চালানোর পর মো মো বলে, 'আমি সামরিক বাহিনীর অন্যায় মেনে নিতে পারিনি। তারা নিরীহ সাধারণ মানুষদের হত্যা করেছে। এই ক্ষোভ থেকেই আমি মূলত এখানে যোগ দিয়েছি।'

মো মোর পরনে ছিল মান্দালয় পিডিএফের ছদ্মবেশী পোশাক। মান্দালয় পিডিএফে তার অনেক বন্ধু আছে। তাদের ডাকেই তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। মো মো তার ছদ্মনাম। নিরাপত্তার খাতিরেই এই ছদ্মনাম নিয়েছে। মান্দালয় পিডিএফে প্রায় ১০০ নারী আছেন। তাঁরা শান রাজ্য ও মান্দালয়ে জান্তাবিরোধী লড়াইয়ে নিয়মিত অংশ নিচ্ছেন। এই ইউনিটে যত সদস্য আছেন, তাঁদের এক তৃতীয়াংশই নারী।

আমার নারী কমরেডরা যে কতটা শক্তিশালী সম্পদ, তা প্রমাণ করেছে।

সো থোয়া জ, ড্রোন ইউনিটের দলনেতা

মো মো বলে, 'সামরিক বাহিনীর কোনো লক্ষ্যবস্তুতে সরাসরি বোমা ফেলতে পারলে পরের কয়েক দিনের জন্য খুব স্বস্তি পাই। এটি আমাকে উৎসাহ জোগায়। আমি বেশি বেশি ড্রোন মিশন চাই। আরও কতটা ভালো করতে পারি, তা দেখাতে চাই।'

ড্রোন ইউনিটের দলনেতা পুরুষ সহকর্মী সো থোয়া জ বলেন, 'আমার নারী কমরেডরা যে কতটা শক্তিশালী সম্পদ, তা প্রমাণ করেছে।'

তিনি আরও বলেন, 'আমরা নারীদের সক্ষমতায় বিশ্বাসী। নারী যোদ্ধাদের দক্ষতা সবচেয়ে ভালোভাবে কোথায় ব্যবহার করা যায়, তা ভেবে দেখলাম, ড্রোন বাহিনী সবচেয়ে উপযুক্ত হবে।'

মান্দালয় পিডিএফের নারী সদস্যরা যে শুধু ড্রোন হামলা চালান তা নয়, তাঁরা টহলেও কাজ করেন। পাশাপাশি স্বাস্থ্যকর্মীর কাজও করেন। কমব্যাট ট্রাউজার ও টি-শার্ট পরে এই নারীরা সকালে জগিং ও ডার্ট ট্র্যাক করেন।

পরে তাঁরা ক্যানটিনে ভাতমাংসের খাবারের জন্য লাইনে দাঁড়ানোর আগপর্যন্ত স্কোয়াটস ও সিট-আপসের মতো রুটিনের মধ্য দিয়ে যান। তাঁরা গ্রুপটিকে সচল রাখতে প্রশাসনিক শাখায়ও কাজ করেন।

আরেকটি টেবিলে ল্যাপটপ ও এলোমেলোভাবে কাগজপত্র ছিটানো ছিল। সেখানে কাজ করছিলেন এক দল নারী। এমন সময় একটি হুইসেল বেজে উঠল। ঘোষণা এল বিমান মহড়ার। তাঁরা হাতে কাগজপত্র নিয়ে দৌড়ে কাছের পরিখায় আশ্রয় নিলেন।

অন্য আরেকটি আশ্রয়কেন্দ্রে নারীরা দলটির মূল্যবান অস্ত্রভান্ডারকে পুরোনো কাপড় দিয়ে পরিষ্কার করে তেল দেওয়ার কাজ করছিলেন।

সাম্প্রতিক সময়ে মিয়ানমারের তিনটি জাতিগত বিদ্রোহী গোষ্ঠীর জোট থ্রি ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্সের সঙ্গে মান্দালয় পিডিএফ শান রাজ্যে জান্তাবিরোধী লড়াইয়ে যোগ দিয়েছে।

শেষ বিকেলে নারীরা ক্যাম্পে ফিরে অনেকেই আগুন জ্বালিয়ে চারপাশে ঘিরে বসেন। কেউ কেউ গাছের সঙ্গে বাঁধা দড়িতে ঝোলানো কাপড় শুকায়। তবে তখনো দুজন নিরাপত্তা টহলে থাকেন।

রাত বাড়লে তাঁরা আগুনের আলোয়া খাবার খেয়ে নেন। ওই সময়টাতে তাঁরা পরিবারের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন। মো মো নিজেকে নিয়ে ও বিশেষ করে পরিবারের যাদের রেখে এসেছে, তাদের নিয়ে ভাবার সময় পায়। মো মো বলে, 'অনেক সময় বাড়ির জন্য খারাপ লাগে। প্রতিবারই যখন মাকে ফোন দিই, মা বলেন, আমার মেয়ে, আমরা ভালো আছি, তুমি বিপ্লব শেষে বাড়ি ফিরে এসো। যখনই তাঁর কথাগুলো কানে বাজে, আমি অনুপ্রাণিত হই।'

মিয়ানমারের জান্তার বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের

নেপিদো ঃ অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বলেছে, মিয়ানমারের সেনাবাহিনী দেশটির বেসামরিক নাগরিকদের ওপর নির্বিচার হামলা চালাচ্ছে। একই সঙ্গে জাতিগত সংখ্যালঘু বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ক্লাস্টার বোমাও ব্যবহার করছে তারা। তাই সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের তদন্ত করার আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠনটি।

২০২১ সালে গণতন্ত্রপন্থী নেত্রী অং সান সু চির দলকে সরিয়ে ক্ষমতায় আসে সামরিক জান্তা। এর পর থেকে তারা বিদ্রোহীদের প্রবল প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন। সম্প্রতি চীনের সীমান্তবর্তী শান ও রাখাইন রাজ্যে জাতিগত বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর তীব্র প্রতিরোধের মুখে পড়েছে জান্তা বাহিনী। এক বিবৃতিতে অ্যামনেস্টি জানিয়েছে, চলতি মাসের শুরুতে শান রাজ্যে বিমান হামলা চালানো হয়। এতে বিপুল পরিমাণ ক্লাস্টার বোমা ব্যবহার করে সামরিক জান্তা। অস্ত্রবিশেষজ্ঞদের বিশ্লেষণ থেকে এই প্রমাণ পাওয়া গেছে বলে বিবৃতিতে বলা হয়েছে।

গত অক্টোবর থেকে মিয়ানমারের উত্তরাঞ্চলে জাতিগত বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর জোট থ্রি ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্সের সঙ্গে জান্তা সরকারের সেনাদের সশস্ত্র লড়াই চলছে। এই জোটের সদস্য তাং ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি (টিএনএলএ) বলেছে, সামরিক জান্তার হামলায় একজন বাসিন্দা নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অন্তত পাঁচজন।

১০ জন স্থানীয় বেসামরিক মানুষের সঙ্গে কথা বলে অ্যামনেস্টি জানিয়েছে, রাখাইন রাজ্যের পাক তাও শহরের লুট, নির্বিচার গ্রেপ্তার, অমানবিক আচরণ ও নির্যাতন করেছে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী।

অ্যামনেস্টির ক্রাইসিস রেসপন্স প্রোগ্রামের পরিচালক ম্যাট ওয়েলস বলেন, মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর রক্ত পিপাসু ভূমিকা নেওয়ার ইতিহাস আছে। তারা নির্বিচার হামলা চালিয়ে বেসামরিক মানুষের জীবন বিপর্যস্ত করে তোলে। তাঁর বিরুদ্ধে সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর নির্দয় প্রতিক্রিয়া দীর্ঘদিনের চর্চা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে হামলা ও প্রাণহানির ঘটনা নিরপেক্ষভাবে যাচাই করতে পারেনি রয়টার্স। অপরদিকে চেষ্টা করেও সামরিক জান্তার মুখপাত্র জ মিন তুনের কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি। জাতিসংঘের তথ্য বলছে, গত অক্টোবরের শেষ দিকে শুরু হওয়া নতুন সংঘাতের কারণে ৩ লাখের বেশি মানুষ এলাকা ছেড়ে পালিয়েছেন। এ ছাড়া ২০২১ সালে সেনা অভ্যুত্থানের পর থেকে এখন পর্যন্ত মিয়ানমারে ২০ লাখের বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন।

হলোকস্টকে অন্য গণহত্যার সঙ্গে তুলনা করা যাবে না?

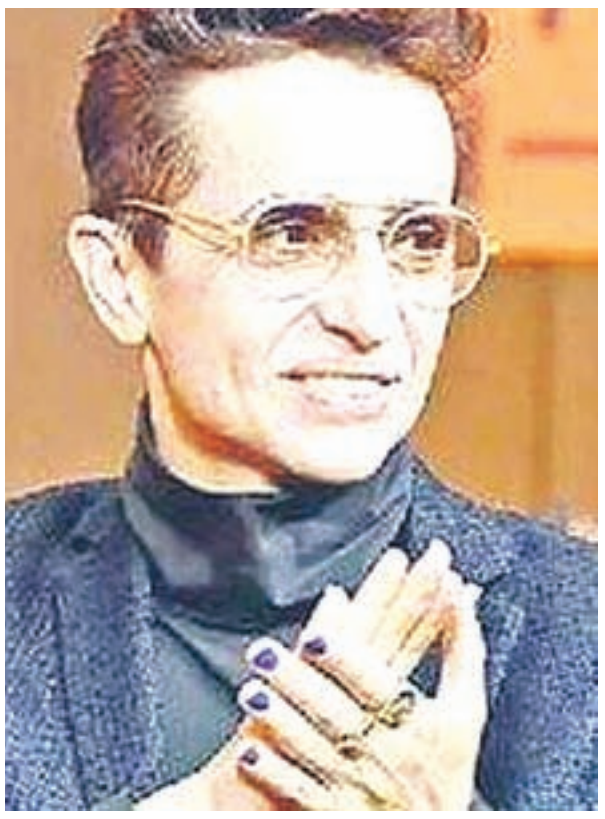

লস অ্যাঞ্জেলেস ঃ আমরা কেন তুলনা করি? তুলনা করি কারণ, আমরা শিখতে চাই। পৃথিবীটাকে বুঝতে শিখি তুলনা দিয়ে। পৃথিবীতে অনেক রং আছে, এর ভেতরে প্রতিটিই স্বতন্ত্র। প্রতিটি বস্তু, এমনকি প্রতিটি অনুভূতিও স্বতন্ত্র হতে পরে। সে জন্য আমাদের স্মৃতিতে অভিজ্ঞতায় থাকা একটি অনুভূতির সঙ্গে অন্যটিকে তুলনা করতে হয়। তুলনার মধ্য দিয়ে আমরা পৃথিবীকে বুঝতে শিখি। তারপরও এই আমরাই নিয়ম করে দিই, সব জিনিস নিয়ে তুলনা চলে না। পশ্চিমা বিশ্ব এবং বিশেষ করে জার্মানি 'হলোকস্ট' বুঝতে প্রচুর সময়, উদ্যোগ, অর্থ, সৃজনশীল ও রাজনৈতিক শক্তি বিনিয়োগ করেছে। ফলে আমরা ভাষা, কল্পনা ও পরিসংখ্যান পেয়েছি, যা দিয়ে হলোকস্টকে বোঝা যায়। আমরা একে অন্যের জন্য হলোকস্টের সঙ্গে যায়, এমন রূপক, উপমা, ছবি ও স্মৃতি বিনিময় করেছি। কিন্তু তারপরও একটা নিয়ম আছে, এই নিয়ম শুধু জার্মানিতে জারি আছে তা নয়, এই নিয়ম সর্বজনীন। নিয়মটা হলো হলোকস্টকে কখনো অন্য কোনো কিছুর সঙ্গে তুলনা করা যাবে না।

এখানে একটা কূটাভাস আছে আমরা হলোকস্টকে বিস্তৃতভাবে কল্পনা করতে পারি কিন্তু শর্ত হলো, আমাদের ধরে নিতে হবে যে হলোকস্টের অভিজ্ঞতা অকল্পনীয়। এই অভিজ্ঞতা এমন, যা অব্যাখ্যাত। কিন্তু এখন যা ঘটছে বা ঘটবে, তা হতেই পারে, কল্পনাতীত নয়। আমরা এসব দেখতে পাই বা পাব। হলোকস্টের সঙ্গে দূরতম সম্পর্কও আছে, এ রকম উক্তি, প্রবাদ, প্রবচনও উচ্চারণ করা নিষেধ। কেননা, তাতে মনে করা হয়, হলোকস্টকে 'নাকচ' করা হলো। এই শব্দগুলো এমন ধারণা প্রতিষ্ঠিত করে যে হলোকস্টের কোনো তুলনা চলে না, এর সঙ্গে কেবল একটি উক্তিই যায়, তা হলো 'নেভার অ্যাগেইন' (আর কখনো নয়)।

আমি এই উক্তি নিয়ে অনেক ভেবেছি। কারণ, এর বিপরীতে আছে 'নেভার অ্যাগেইন ইজ নাউ' (আর কখনো নয় মানে, এখন)। এই বাক্যের ব্যাপক কোনো অর্থ জার্মান বা ইংরেজিতে নেই। তবে আমার কাছে এই উক্তি জাদুমন্ত্রের মতো লাগে। 'নেভার অ্যাগেইন' একটা রাজনৈতিক প্রকল্প। ভবিষ্যতে ঘটতে পারে, এমন কিছুর ইঙ্গিত দেয় বাক্যটি আর এখন যা ঘটছে, তাকে প্রত্যাখ্যান করে। সে কারণেই বিপরীতে চলা বাক্যটি আমাকে এতটা স্পর্শ করে।

রাজনৈতিক প্রকল্পের কেন্দ্রে থাকে এই দুনিয়ায় মানবজাতির মধ্যে যা কিছু ঘটছে, সেই সব। হান্নাহ আরেন্ত তাঁর সমগ্র জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন রাজনীতি আসলে কী, তা অনুধাবন করতে। তাঁর কাছে রাজনীতি এমন একটি পরিসর, যেখানে আমরা খুঁজে বের করার চেষ্টা করি কীভাবে এই পৃথিবীতে একসঙ্গে বসবাস করা যায়। যেখানে আলোচনা-সমালোচনার, চিন্তাভাবনার, নিত্যনতুন সম্ভাবনার সুযোগ আছে। হলোকস্টের পর এই পরিসরের অর্থ দাঁড়িয়েছে এমন একটা পৃথিবীতে একসঙ্গে বসবাস করার উপায় খোঁজা, যেখানে হলোকস্টের পুনরাবৃত্তি ঘটবে না। হলোকস্টের পুনরাবৃত্তি যেন না হয়, এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে আমরা একটা কাঠামো গড়ে তুলেছি। আমরা একটা আন্তর্জাতিক মানবিক আইন পেয়েছি, যে আইনের উদ্দেশ্য বেসামরিক মানুষকে সুরক্ষা দেওয়া। আমি বিগত দুই বছর ইউক্রেনে যুদ্ধ এবং বিশেষত ইউক্রেনে রাশিয়া যে গণহত্যা করেছে, তার ওপর লেখালেখি করেছি। আমি দেখেছি, আইনজীবী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ কীভাবে হলোকস্টের প্রসঙ্গকে টেনে এনেছেন। আমরা তাঁদের ক্রমাগত শব্দের অর্থ খুঁজতে দেখেছি।

'গণহত্যা' কাকে বলে? বাস্তুচ্যুত মানুষকে বলপূর্বক রাশিয়ায় পাঠানো কি গণহত্যা? গণহত্যার পর্যায়ভুক্ত হতে হলে ভুক্তভোগীকে কি অনুধাবন করতে হবে, এই গণখুনই গণহত্যা? গণহত্যার পেছনে কি কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে? সেই উদ্দেশ্য কি কাউকে প্রকাশ করতে হয়? আমরা এই বিষয়গুলো চিন্তাও করতে পারব না, যদি না আমরা অন্যান্য গণহত্যাকে যে গণহত্যার প্রেক্ষাপটে এই আইনগুলো প্রণীত হয়েছিল, সেই হলোকস্টের সঙ্গে তুলনা করে দেখি।

সম্পাদকীয়

পুতিন কি শীতকালে যুদ্ধে নতুন পর্বের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন?

গত গ্রীষ্মে ইউক্রেনের পালটা হামলা প্রতিহত করার পর রাশিয়া শীতকালে যুদ্ধের নতুন পর্বের জন্য তাদের অস্ত্র সম্ভার বাড়াচ্ছে। এর আওতায় তারা ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলে তাদের দখল আরও সম্প্রসারিত করতে পারে এবং ইউক্রেনের জরুরি অবকাঠামোর ওপর বড় মাপের আঘাত হানতে পারে। মনে করা হচ্ছে, রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন আশা করছেন একদিকে জোর সামরিক চাপ, অন্যদিকে পরিবর্তনশীল পশ্চিমা রাজনৈতিক সমীকরণ এবং ইসরাইলহামাস যুদ্ধের দিকে বিশ্বের দৃষ্টির কারণে, ইউক্রেনের প্রতি সমর্থন কমবে। প্রায় দুই বছর ধরে রাশিয়া ইউক্রেনের ওপর তাদের দাবি পূরণের লক্ষ্যে যুদ্ধ করছে। কার্নেগি রাশিয়া ইউরেশিয়া সেন্টারের সিনিয়র ফেলো তাতিয়ানা স্তানোভায়া এক সাম্প্রতিক বিশ্লেষণে বলেন, রুশ নেতৃত্বের সাথে পশ্চিমের সংঘাত একটা সন্ধিক্ষণে পৌঁছেছে ঃ ইউক্রেনের পালটা হামলা ব্যর্থ হয়েছে, রাশিয়া আগের চাইতে আরো আত্মবিশ্বাসী হয়েছে, আর পশ্চিমা দেশগুলোর ঐক্যে ফাটল ক্রমশ বাড়ছে। ইউক্রেনের জন্য সাহায্যের প্যাকেজ যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে আটকে আছে। সেখানে রিপাবলিকানরা বলছেন, ইউক্রেনকে আরো টাকা দেয়ার আগে যুক্তরাষ্ট্র এবং মেক্সিকোর সীমান্তে নিরাপত্তার খাতে সাহায্য যোগ করতে হবে। ডেমোক্র্যাটরা এর বিরোধিতা করছেন। ইউরোপীয় ইউনিয়ন গত সপ্তাহে ইউক্রেনের

জন্য অতি জরুরি ৫,৪০০ কোটি ডলারের সাহায্য প্যাকেজের বিষয়ে সম্মত হতে ব্যর্থ হয়। পশ্চিমা সমর্থন দুর্বল হয়ে আসার এইসব ইংগিতের মধ্যে রাশিয়া ইউক্রেনের সাথে ১০০০ কিলোমিটারের বেশি দীর্ঘ ফ্রন্ট লাইনের কয়েকটি অংশে তাদের সামরিক চাপ বাড়িয়েছে। কার্নেগি এনডাওমেন্টের সামরিক বিশেষজ্ঞ মাইকেল কফম্যান বলেন, অক্টোবর থেকে রুশ বাহিনী ফ্রন্ট লাইনের কয়েকটি জায়গায় হামলা করার চেষ্টা করছে। তিনি বলেন, পাঁচ মাসের তীব্র পালটা হামলার পর ইউক্রেনের বাহিনীকে নতুন করে সাজিয়ে যুদ্ধে তাদের কার্যকারিতা প্রমাণ করতে হবে। 'ইউক্রেনের সেনারা যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক কিন্তু তারা ক্লান্ত,'' কফম্যান সাম্প্রতিক এক পডকাস্টে বলেন। ' তারা যুদ্ধে প্রচুর সৈন্য হারিয়েছে।প্রচুর প্রশিক্ষিত, অভিজ্ঞ সৈন্য হারিয়েছে।' উত্তরপূর্বাঞ্চলীয় কুপিয়ান্সক শহরে রাশিয়া চাপ অব্যাহত রেখেছে। এটি কৌশলগত ভাবে জরুরি রেল কেন্দ্র যা মস্কো যুদ্ধের প্রথম দিকে দখল করেছিল। ইউক্রেনের পালটা হামলায় ২০২২-এর সেপ্টেম্বরে তারা সেটির নিয়ন্ত্রণ হারায়। রুশ বাহিনী ঐ এলাকায় গুরুত্বপূর্ণ কোনো জায়গা দখল করতে পারেনি। তবে ইউক্রেনকে ঐ শহর রক্ষা করার জন্য যথেষ্ট সংখ্যক সেনা মোতায়েন রাখতে হচ্ছে।'' অক্টোবরের শুরুতে রুশ বাহিনী আভদিভকায় অভিযান চালায়। শহরটি যে ডনেটস্ক অঞ্চলে, মস্কো সমর্থিত বিদ্রোহীরা ২০১৪ সাল তার নিয়ন্ত্রণ দখল করে এবং ২০২২ সালে রাশিয়া বেআইনি ভাবে ইউক্রেনের আরও তিনটি অঞ্চলসহ ডনেটস্ক নিজ প্রশাসনের অন্তর্ভুক্ত করে। ইউক্রেন আভদিভকায় কংক্রিটের প্রতিরক্ষা এবং পাতাল টানেলসহ বিভিন্নরকম প্রতিরোধ ব্যবস্থা নির্মাণ করেছে। এর মাধ্যমে তারা রাশিয়ার তীব্র আক্রমণ প্রতিহত করেছে। প্রচুর ক্ষতি সত্ত্বেও রাশিয়ার বাহিনী ধীরে ধীরে এগিয়েছে এবং আভদিভকা ঘিরে ফেলে ইউক্রেনের সরবরাহ লাইন থেকে শহরটিকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করছে। এই যুদ্ধ দুই পক্ষের জন্য একটা কঠিন অবস্থা তৈরি করেছে। এটিকে বাখমুতের যুদ্ধের সাথে তুলনা করা হয় যেখানে দীর্ঘতম এবং তীব্রতম যুদ্ধ হয়েছিল। মে মাসে রাশিয়া বাখমুত দখল করে। ক্রেমলিন এবং রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় স্পষ্ট কোনো পরিকল্পনার কথা না বললেও কিছু রুশ ব্লগার বলছেন, মস্কো ইউক্রেনের গভীরে বড় মাপের সেনা অভিযান চালাতে পারে। অন্যরা বলছেন, এমন বড় অভিযান চালানোর শক্তি রুশ বাহিনীর নেই, কারণ সেজন্য অনেক বেশি সৈন্য এবং অস্ত্র প্রয়োজন হবে। যুদ্ধের শুরুতে রাশিয়া কিয়েভ এবং উত্তরপূর্বের কিছু শহর দখল করতে চেষ্টা করে যেমন ব্যর্থ হয়েছিল, একইরকম ঝুঁকি এখানেও রয়েছে।

ডাইনোসরের ডিমকে দেবতা ভেবে পুজো করছিল ভারতের যে গ্রামবাসীরা

রূপসা সেনগুপ্ত
প্রাবন্ধিক

ভারতের মধ্য প্রদেশের ধার জেলা ঐতিহাসিক পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে বিখ্যাত। ওই জেলারই অন্তর্গত পাড়ল্যা গ্রামের বাসিন্দাদের কুলদেবতা 'কাকর ভৈরব'। তাঁরা বংশপরম্পরায় কাকর ভৈরবের পুজো করে আসছেন দীর্ঘকাল ধরে।

তাদের বিশ্বাস শিলাকৃতির কাকর (যার অর্থ জমির সীমানা) ভৈরব (ঈশ্বর) জমি ও গবাদি পশুর রক্ষা করেন এবং দুর্দশা নির্মূল করেন।

কিন্তু ওই ভীল সম্প্রদায়ের অনেকের ধারণাই ছিল না, যে গোলাকৃতি শিলাটি তাঁরা নিজেদের চাষাবাদের জমির সীমানায় রেখে পুজো করছেন, সেটা আসলে ডাইনোসরের ডিমের জীবাশ্ম! পাড়ল্যার বাসিন্দা ভেস্তা মান্দোলাই বলেছেন, কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমরা জানতামই না, ওই শিলা আসলে ডাইনোসরের ডিমের জীবাশ্ম। কত বছর ধরে আমারা কাকর ভৈরবের পুজো করে আসছি তার ইয়ত্তা নেই।

আশপাশের অঞ্চলের কোথাও কোথাও কাকর ভৈরবকে ভিলেট বাবা বলেও পুজো করা হয়। আমাদের গ্রামের ছেলেরা কোথাও থেকে গোলাকৃতি শিলা যেগুলো অন্যান্য পাথরের থেকে আলাদা সেরম কিছু খুঁজে পেলে নিয়ে এসে পুজো করত। কেউ কী আর জানত, ওগুলো আসলে ডাইনোসরের ডিমের জীবাশ্ম!

কীভাবে জানা গেল ?

নর্মদা ভ্যালি অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে খননকার্য হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে ডাইনোসরের 'নেস্টিং সাইট', 'নেস্ট', তাদের ডিমের জীবাশ্ম, হাঙরের দাঁতের জীবাশ্ম আরও অনেক কিছু উদ্ধার করেছেন জীবাশ্ম বিশেষজ্ঞরা।

এঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন বিশাল ভার্মা যিনি পেশায় পদার্থবিদ্যার শিক্ষক। এ পর্যন্ত তিনি ২৫৬টি ডাইনোসরের ডিম উদ্ধার করেছেন।

বিশাল ও তাঁর মতো অন্যান্য জীবাশ্ম বিশেষজ্ঞদের নিরলস প্রয়াসের ফলে ওই অঞ্চলের প্রত্নতাত্ত্বিক ও ভূতত্ত্বগত গুরুত্ব সম্পর্কে মানুষ জেনেছে। পাড়ল্যা ও সংলগ্ন অঞ্চল থেকে উদ্ধার করা জীবাশ্ম হতবাক করেছে ভেস্তাসহ ভীল সম্প্রদায়ের অনেককেই।

তাঁরা জেনেছেন, গোলাকার শিলা যাকে বংশপরম্পরায় পুজো করা হয়, সেটা আসলে টাইট্যানোস্টর্ক প্রজাতির ডাইনোসরের ডিম!

দিন কয়েক আগে বীরবল সাহনি ইনস্টিটিউট অফ প্যালিওসায়েন্সস এর (বিএসআইপি) বিশেষজ্ঞদের একটি দল ধার জেলা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল ওই অঞ্চল থেকে উদ্ধার হওয়া ফসিল ও অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলির সংরক্ষণ।

একই সঙ্গে ইউনেস্কোর কাছে ধার জেলাকে 'গ্লোবাল জিও পার্ক' হিসেবে চিহ্নিত করার প্রস্তাব পেশ করাও ছিল তাদের লক্ষ্য।

সে সময় বিএসআইপির ওই দলে ছিলেন ওই প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর ড. মহেশ জি ঠক্কর, ড. শিল্পা পাণ্ডে, মধ্য প্রদেশ ইকো ট্যুরিজম বোর্ডএর সিইও শমিতা রজৌরা, বন দপ্তরের আধিকারিক অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তা এবং বিশাল ভার্মা।

এ বিষয়ে শিল্পা পান্ডে বিবিসি বাংলাকে বলেন, বীরবল সাহনি ইনস্টিটিউট অফ প্যালিওসায়েন্সেস এর সেন্টার ফর প্রোমশন অফ জিও হেরিটেজ অ্যান্ড জিওট্যুরিজম প্যালিওসায়েন্টিস্ট এর তরফে আমরা ধার ও সংলগ্ন অংশে গিয়েছিলাম এই মাসে। এর আগে ২৫৬টি ডাইনোসরের ডিম পাওয়া গিয়েছে যা নথিভুক্তও করা হয়ে গিয়েছে।

মধ্যপ্রদেশের মনাবরের কাছে একাধিক জায়গা আছে, যেমন আখড়, কন্যাপুর ইত্যাদি যেখানে ওই নেস্টিং সাইট পাওয়া গিয়েছে। আমরা জানতে পারি গত জুন মাসে পর্যন্ত ধার অঞ্চলে ২০টি নতুন নেস্ট এর খোঁজও মিলেছে।

তিনি জানিয়েছেন, জীবাশ্ম ও যে নির্দিষ্ট অঞ্চল থেকে সেগুলো পাওয়া গিয়েছে তার সংরক্ষণের জন্য স্থানীয় মানুষের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। সে বিষয়ে আদিবাসীদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তারা জানতে পারেন, উদ্ধার করা ডাইনোসরের ডিমের জীবাশ্মগুলোকে সেখানকার মানুষ দেবতা 'কাকর ভৈরব' হিসেবে পুজো করেন।

এখানে বংশপরম্পরায় এই পুজো হয়ে আসছে। দীপাবলির সময়, এখানকার মানুষেরা, তাঁদের জমির একটা অংশে কাকর ভৈরব প্রতিষ্ঠা করে সন্তানসম্ভবা গবাদি পশুদের ওই শিলার উপর দিয়ে লাফ দিয়ে পার হতে বলেন। তাঁদের বিশ্বাস এতে সন্তানসম্ভবা পশুটার আগত শিশুরা সুস্থ হবে, ফলে মালিকের ভবিষ্যতও সুরক্ষিত থাকবে। একই সঙ্গে সমস্ত ফাঁড়াও কাটবে, ড. শিল্পা পাণ্ডে বলছিলেন।

এর পরেই শুরু হয় সেখানকার স্থানীয় মানুষদের বোঝানো। তাঁর কথায়, যে অঞ্চল থেকে ডাইনোসরের ডিম পাওয়া গিয়েছে তার শুধুমাত্র প্রত্নতাত্ত্বিক ও ভূতাত্ত্বিক মূল্য রয়েছে, তা কিন্তু নয়। একই সঙ্গে এই সাইটগুলোর ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্বও রয়েছে।

বিএসআইপির ডিরেক্টর ড. ঠক্কর জানিয়েছেন, কীভাবে পাড়াল্যার অধিবাসীদের সঙ্গে কথা বলে তাদের ওই অঞ্চলের প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্বের কথা বোঝানো হয়েছে। নর্মদা ভ্যালি রিজিয়নে এর আগেও অনেক বিশেষজ্ঞ দল কাজ করেছেন। ওই অঞ্চলের প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব রয়েছে।

এই যে, টিরেক্স সম্পর্কে আমরা এত কথা শুনি। কয়েক কোটি বছর আগে নর্মদা ভ্যালিতে কিন্তু মাংসাশী ডাইনোসর ছিল, যাকে রাজাসোরাস নরমাডেন্সিস বলা হয়। সে সম্পর্কে পৃথিবীকে জানানো আমাদের কর্তব্য।

ইউনেস্কো যদি ধার জেলাকে 'গ্লোবাল জিও পার্ক' হিসেবে চিহ্নিত করার প্রস্তাবে সম্মতি জানায় তাহলে আমাদের সেই স্বপ্ন পূর্ণ হবে। শুধু তাই নয়, ওই অঞ্চল এবং সেখান থেকে যে জীবাশ্ম পাওয়া গিয়েছে তা সংরক্ষণ করাও সম্ভব হবে। এবং এর কোনও কিছুই স্থানীয় মানুষের সহযোগিতা ছাড়া সম্ভব নয়, বলছিলেন ড. ঠক্কর।

একই কথা জানিয়েছেন মধ্য প্রদেশ ইকো ট্যুরিজম বোর্ডএর সিইও শমিতা রজৌরা। তাঁর কথায়, ওই অঞ্চলকে ঘিরে আমাদের অনেক পরিকল্পনা রয়েছে। এবং তাতে শুধুমাত্র বিশ্বদরবারে ভারতের খ্যাতিই বাড়বে না, স্থানীয় মানুষদের উন্নতিও হবে। পর্যটন শিল্পের উন্নতি হবে, মানুষের কর্মসংস্থানও হবে।

স্থানীয় মানুষদের বিজ্ঞান বোঝানো

বিশাল ভার্মা, যিনি ২০০৭ সাল থেকে প্রত্নতাত্ত্বিক কাজ চালিয়ে গেছেন, তাঁর অভিজ্ঞতা বলে স্থানীয় মানুষরাও কিন্তু সমান আগ্রহী ছিলেন কাকর ভৈরবের প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব বোঝার জন্য।

গ্রামের মানুষদের বোঝানোটা তেমন শক্ত ছিল না। বছর পাঁচেক আগে আমরা প্রথম বুঝতে পারি স্থানীয় মানুষ যাকে কাকর ভৈরব বলে পুজো করেন সেটা ডাইনোসরের ডিম।

আমার সঙ্গে যারা কাজ করছিলেন সে সময় তাঁদের অনেকেই পাড়ল্যার। তাঁদের কিন্তু বুঝিয়ে বলতে কোনও অসুবিধা হয়নি। এবং কোনও ভাবেই তাঁদের বিশ্বাসে আঘাত লাগেনি। বরং তাঁরা কৌতূহলী ছিলেন। বিভিন্ন জিনিস জানতে চাইছিলেন, তিনি বলেন।

ধার জেলায় একটি কাজের সময় পাড়ল্যার বাসিন্দা ভেস্তা মান্দোলাই প্রথম যোগ দিয়েছিলেন বিশাল ভার্মার দলে।

সে বহু বছর আগের কথা। ওঁর কাজ দেখে কৌতূহল হত। কাছাকাছি একটা জাগায় উনি নেস্টিং সাইট খুঁজছিলেন। সে সময়ে আমিও ওই দলের সঙ্গে কাজ করতে শুরু করি।

ধীরে ধীরে অনেক নতুন জিনিস শিখেছি। অনেক ধারণা বদলেছে। যেমন জানতে পেরেছি, কাকর ভৈরব হল ডাইনোসরের ডিমের জীবাশ্ম, ভেস্তা মান্দোলাই বলছিলেন।

তিনি এখন মধ্য প্রদেশের বাগে অবস্থিত ডাইনোসর ন্যাশানাল পার্কের সুরক্ষাকর্মী হিসাবে কাজ করেন।

'ডাইনোসর ম্যান'

বিশাল ভার্মার কাজ প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন গবেষণাপত্রে। অনেকেই তাঁকে 'ফসিল ম্যান' বা 'ডায়ানোসর ম্যান' বলে সম্বোধন করেন।

জীবাশ্ম নিয়ে যখন প্রথম কাজ শুরু করেন বিশাল ভার্মা, তখন তিনি তরুণ। বাবার চাকরি সূত্রে তাঁর ছেলেবেলা কেটেছে খনি অঞ্চলে।

একদিন বাবার সহকর্মীরা একটি খননের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। সে সময় সেখান থেকে শাঁখের টুকরো পাওয়া যায় যার প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব রয়েছে। এরপর তারও আগ্রহ জন্মায় প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয়ে।

তিনি একলাই খুঁজতে শুরু করেন ধার অঞ্চলের বিভিন্ন প্রান্তে। এক সময় তাঁর আলাপ হয় নর্মদা ভ্যালিতে গবেষণার কাজে আসা বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে, যাঁরা ডাইনোসরের জীবাশ্ম খুঁজছিলেন।

ধীরে ধীরে সংগ্রহ করা জীবাশ্মগুলিকে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন তিনি। উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রদের সে বিষয়ে আগ্রহ বাড়ানো।

হাঙরের দাঁত, শঙ্খ এমন অনেক জিনিস পেয়েছিলাম। এতে আমার আগ্রহ আরও বেড়ে যায়। এরপর আমার স্কুলের ছাত্রদের সামিল করি এই কাজে। আমরা সমবেত ভাবে ১০০টা ডাইনোসরের ডিম খুঁজে পাই, যা প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

এরপরের বার যে কয়টি ডাইনোসরের ডিম উদ্ধার হয় সেটা সরকারকে দিয়ে দেওয়া হয়, যা ডাইনোসর পার্কে সাজানো রয়েছে। এই কাজে স্থানীয় মানুষও আমায় সহযোগিতা করেছেন, তিনি জানান।

মধ্য প্রদেশ সরকারের ওই সংগ্রহশালা তৈরি করতেও তিনি সাহায্য করেছেন।

শুধুমাত্র প্রত্নতাত্ত্বিক বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণাই নয়, ওই অঞ্চলের নবীন প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধও করেছেন তিনি। তাঁর সঙ্গে আগে কাজ করেছে এমন ছাত্র ছাত্রীরা অকনেকে প্যালিওসায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করেছে। স্থানীয় মানুষদের মধ্যে ওই অঞ্চলের সম্পদকে সংরক্ষণের বিষয়েও প্রচার করেছেন বিশাল ভার্মা।

সাময়িকী

কেন প্রাক্তন প্রেসিডেন্টকে ২০২৪ সালের নির্বাচনের প্রার্থিতা নিয়ে আইনী লড়াই করতে হচ্ছে

ভুবন দাস
প্রাবন্ধিক

আগামি বছর দ্বিতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পের যোগ্যতা সম্পর্কে কলোরাডো রাজ্যের সুপ্রিম কোর্ট মঙ্গলবার যে সিদ্ধান্ত দিয়েছে, তা যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ হতে পারে বলে মনে হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য অঙ্গরাজ্য থেকে ভিন্ন রকম সিদ্ধান্তে কলোরাডোর আদালত বলছে যে ৬ জানুয়ারি ২০২১ সালে ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং অতএব তিনি সরকারি কোন দায়িত্ব নেয়ার যোগ্যতা রাখেন না। এই রায়, যেখানে চারজন বিচারপতি পক্ষে আর তিনজন বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন, অনুযায়ী কলোরাডোর সেক্রেটারি অফ স্টেটকে মার্চ ২০২৪ 'এ অনুষ্ঠিতব্য ঐ রাজ্যের রিপাবলিকান প্রাইমারি ভোট থেকে ট্রাম্পকে বাদ দিতে হবে। এই রায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হচ্ছে সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনীর ধারা ৩ , যা কীনা , অযোগ্যতা ধারা বা বিদ্রোহ ধারা নামে পরিচিত। আদালত এই নজিরবিহীন রায়ে বলেছে, আমরা খুব হাল্কা ভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাইনি। আমাদের সামনে যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলি রয়েছে. আমরা তা জানি। আর সেই ভাবে ভয় কিংবা পক্ষপাতিত্ব ছাড়াই এবং এ সিদ্ধান্তের ব্যাপারে জনগণের প্রতিক্রিয়া দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে আমরা আমাদের পবিত্র দায়িত্ব পালন করেছি যেমনটি আইনে রয়েছে , ঠিক তেমনি ভাবে।

রায়ে বলা হচ্ছে ট্রাম্প , প্রেসিডেন্ট পদের জন্য অযোগ্য তবে এটা বলা হয়নি যে এই সিদ্ধান্ত সাধারণ নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কীনা। আপিলের সুযোগ দেওয়ার জন্য কলোরাডোর বিচারকরা ২০২৪ সালের ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত তাদের রায় স্থগিত রাখছেন । আর সেই পর্যন্ত প্রাইমারি ভোটের ব্যালটে ট্রাম্পের নাম অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

চতুর্দশ সংশোধনী কি ?

যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে ত্রয়োদশ ও পঞ্চদশ সংশোনীসহ চতুর্দশ সংশোধনীও গৃহযুদ্ধের পর অনুমোদন করা হয়। এর লক্ষ্য হচ্ছে সাবেক ক্রীতদাস কৃষ্ণাঙ্গ জনগণের জন্য নাগরিক ও আইনি অধিকার নিশ্চিত করা। এই সংশোধনীর প্রথম ধারাটি উল্লেখযোগ্য যেখানে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে যারা জন্মগ্রহণ করেছেন কিংবা স্থায়ী বসবাস করছেন তাদেরকে নাগরিকত্ব প্রদান এবং নাগরিকদের, আইনে সমান সুরক্ষা প্রদান করা হবে।

চতুর্দশ সংশোধনী কবে পাশ হয়?

১৮৬৬ সালে কংগ্রেস এই সংশোধনীটি পাশ করে এবং রাজ্যগুলি ১৮৬৮ সালে তা অনুসমর্থন করে।

এই সংশোধনীর তৃতীয় ধারায় কি আছে ঃ স্বল্প পরিচিত এই তৃতীয় ধারায় বলা হয়েছে যে যিনি, যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানকে সমর্থনের পক্ষে শপথ নিয়েছেন এবং তারপর সংবিধানটির বিরুদ্ধে, উত্থান কিংবা বিদ্রোহে জড়িত হয়েছেন কিংবা, (যিনি) শত্রুদের সমর্থন বা সুযোগ দিয়েছেন তিনি , সেনেটর, প্রতিনিধি , কিংবা প্রেসিডেন্ট হতে পারবেন না অথবা কোন দায়িত্ব অসামরিক বা সামরিক পালন করতে পারবেন না , যদি না কংগ্রেসের সুপার মেজরিটি (নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ) ভোটে তিনি অনুমোদন পান।

অতীতে এই আইন কি ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে?

সিভিল ওয়ার বা গৃহযুদ্ধের বহু বছর পর যে সময়টাকে রিকন্সট্রাকশান এরা বা পূনর্গঠনের যুগ বলা হয় তখন সাবেক কনফেডারেট কর্মকর্তাদের কোন রকম দাপ্তরিক দায়িত্ব গ্রহণ নিষিদ্ধ করার জন্য এই তৃতীয় ধারা ব্যবহার করা হতো। তবে ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি পর্যন্ত ১৫০ বছর এই পদক্ষেপ গ্রহণের কোন প্রয়োজন পড়েনি। ৬ জানুয়ারি ২০২১ সালে দাঙ্গা দেখা দেয় এবং ট্রাম্পের সমর্থকরা জো বাইডেনের বিজয়ে কংগ্রেসের সত্যায়নে বাধা দেয়ার জন্য জোর করে ক্যাপিটল ভবনে প্রবেশ করে। ঐ আক্রমণের পর, লিবারেল গোষ্ঠীগুলো কংগ্রেস নির্বাচনে বহু প্রার্থীর যোগ্যতা চ্যালেঞ্জ করার জন্য এই আইনকে ব্যবহার করেন। এই সব প্রার্থী ২০২০ সালের নির্বাচনের ফলাফলের বিরোধীতা করেছিলেন। সেই প্রচেষ্টা অবশ্য সফল হয়নি। তবে তৃতীয় ধারার এক মাত্র সফল প্রয়োগ হয় ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে যখন নিউ মেক্সিকো রাজ্যের একজন বিচারক একজন কাউন্টি কমিশনারকে অপসারণ করেন যিনি ৬ জানুয়ারি ঘটনার জন্য দোষী সাব্যস্ত হন।

আইনের এই ধারা কি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টদের জন্য প্রযোজ্য ?

তিন নম্বর ধারায় পরিস্কার ভাবে এটা উল্লেখ করা হয়নি যে প্রেসিডেন্ট কি এই ধারা অনুযায়ী অযোগ্য বলে হবেন। আর সে কারণেই অনেক নেতৃস্থানীয় বিশেষজ্ঞদের যুক্তি হলো, প্রেসিডেন্টকে এ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

জানা অজানা

নিজেদের ভাষা,সংস্কৃতি ও ধর্ম কে রক্ষা করুন সবাই

সুনীল কুমার দে

যে কোনো মানুষের গর্ব করার বস্তু হলো তার ভাষা,তার সংস্কৃতি ও তার ধর্ম।যদি কোনো মানুষ তার ভাষা কে ভুলে যায়, সংস্কৃতি কে ত্যাগ করে ও ধর্ম কে বর্জন করে তাহলে সে মানুষের পতন ও ধ্বংশ অনিবার্য্য।জীবনে তার আর গর্ব করার কিছু থাকে না।আজ ভারতীয় সমাজ পশ্চিমী ভাষা,সংস্কৃতি ও ধর্ম কে অনুকরন করে ধীরে ধীরে পতনের দিকে ও ধ্বংশের মুখে এগিয়ে চলেছে অথচ মজার বিষয় এই যে আমেরিকা,ইংল্যান্ড,রাশিয়া,অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের বহু নর নারীরা আমাদের দেশের ভাষা,সংস্কৃতি ও ধর্ম কে মহান বলে তা গ্রহণ করছে।আজ আমাদের প্রতিটি ধর্ম স্থানে বিদেশিদের ভিড় আর আমাদের দেশের নর নারীরা সনাতন সংস্কৃতি ,ধর্ম ও ভাষা ভুলে বিদেশী ভাষা,সংস্কৃতি ও ধর্ম কে গ্রহণ করছে।আমাদের দেশের মহান পরম্পরা ও ঐতিহ্য গুলো কে বর্জন করছে ও সে গুলো কে কুসংস্কার বলছে।অনুকরণে বাঙালী সমাজ সবার আগে।আজ খুবই দুঃখের সাথে বলতে বাধ্য হচ্ছি বাঙালী সমাজ সব থেকে বেশী উৎসৃখলের পথে এগিয়ে চলেছে।নিজেদের ভাষা, সংস্কৃতি ,পোশাক পরিচ্ছদ,খাওয়া দাওয়া,পরম্পরা কে বর্জন করে কাকের মত ময়ূর পালক গুঁজে ময়ূর হওয়ার স্বপ্ন দেখছে।বাংলা ভাষা পৃথিবীর সবথেকে সহজ,সরল,সুন্দর ও উন্নত ভাষা অথচ বাঙালীর ছেলে মেয়েরা আজ বাংলা জানে না,বাংলায় কথা বলতে লজ্জ্যা বোধ করে।শাড়ি ধুতি বাঙালীর প্রধান পরিচিত তা আজ ছাড়তে বসেছে সবাই।বিবাহিতা বাঙালী নারীর আদর্শ শাঁখা, সিঁদুর, আলতা সেগুলো কে পরাধীনতার চিন্হ বলে ত্যাগ করতে বসেছে।বাঙালী পরিবার আজ বিদেশী পরিবার দের মতো বিয়ে ও পার্টি তে সপরিবারে বসে মদ খায় ও অশ্লীল নাচ গান করে। আধুনিকতার দোহাই দিয়ে কোথায় চলেছে আজ বাঙালী সমাজ।একটু দাঁড়ান সবাই,একটু ভাবুন।পরের যা ভালো তা অবশ্যই গ্রহণ করুন তবে নিজেদের ভাষা, সংস্কৃতি, পরম্পরা ও ধর্ম কে বর্জন করে নয়।এখন ও সময় আছে ফিরে আসুন পথে।বাঙালী নুতন করে আবার বাঁচতে শিখুন।নিজেদের অস্তিত্ব কে রক্ষা করুন।

যুক্তরাষ্ট্রে শিখ নেতার হত্যার ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সব তথ্য যাচাই করবে ভারত ঃ মোদি

বুধবার ফিন্যানশিয়াল টাইমস পত্রিকায় প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন যুক্তরাষ্ট্রে একজন শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতাকে হত্যা করার ব্যর্থ পরিকল্পনার অভিযোগ সম্পর্কে যে কোন তথ্যকে ভারত খুঁটিয়ে দেখবে। এই বিষয়টি ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রে বাইডেন প্রশাসনের জন্য এমন এক নাজুক সন্ধিক্ষণে উঠে এসেছে যখন চীনের ক্রমবর্ধমান শক্তির বিষয়ে অভিন্ন উদ্বেগের মুখে উভয় দেশই আরও ঘনিষ্ঠ হতে চাইছে। সংবাদপত্রটিকে মোদি বলেন, কেউ যদি আমাদের কোন ধরণের তথ্য দেন, আমরা নিশ্চয়ই তা খতিয়ে দেখবো। ওয়াশিংটনের সঙ্গে এ বিষয়টির কোন প্রভাব কুটনৈতিক সম্পর্কে উপর পড়তে পারে, এমন কথা তিনি নাকচ করে দেন। তিনি বলেন, আমাদের নাগরিক যদি ভাল কিংবা খারাপ , যাই করুক না কেন, আমরা সেদিকে নজর দিতে প্রস্তুত। আমাদের প্রতিশ্রুতি হচ্ছে আইনের শাসন। মোদি বলেন ভারত ও ওয়াশিংটন, পরিপক্ক ও স্থিতিশীল অংশীদারিত্বে অভিন্ন। তিনি বলেন, আমাদের সহযোগিতার মূল উপাদান হচ্ছে নিরাপত্তা ও সন্ত্রাসবিরোধীতা । আমার মনে হয়না কিছু ঘটনাকে দু দেশের কুটনৈতিক সম্পর্কের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা ঠিক হবে। গত মাসে যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ বলেছিল ভারতের একজন সরকারি কর্মকর্তা এই ষড়যন্ত্রের নির্দেশ দেন এবং যে লোকটি হত্যার প্রচেষ্টা নিচ্ছিল বলে অভিযোগ করা হচ্ছে বিচার বিভাগ তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে ধরে। ভারত এই যোগসুত্রের ব্যাপারে তার উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে তার সংযোগের কথা অস্বীকার করে। ভারত বলে তারা যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগের বিষয়টি আনুষ্ঠানিক ভাবে তদন্ত করে দেখবে এবং ১৮ নভেম্বর যে প্যানেলটি তৈরি করা হয় তাদের পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, পরবর্তী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যাকে হত্যা করার চেষ্টা চালানো হয়েছিল তার নাম গুরপাতওয়ান্ত সিং পানুন। তিনি একজন শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার দ্বৈত নাগরিক। পানুন হচ্ছেন শিখস ফর জাস্টিস'এর জেনারেল কাউন্সেল। এই গোষ্ঠিটিকে ভারত ২০১৯ সালে অবৈধ এসোসিয়শান বলে অভিহিত করে এবং উগ্রবাদি কর্মকান্ডে তাদের সম্পৃক্ততা তুলে ধরে। পরবর্তীতে, ২০২০ সালে, ভারত পানুমকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে একজন সন্ত্রাসবাদীহিসেবে তালিকাভুক্ত করে।

যুক্তরাষ্ট্রে এই ষড়যন্ত্রের খবর আসার দু মাস আগে কানাডা জানিয়েছিল যে জুন মাসে হারদীপ সিং নিজ্জারের হত্যার সঙ্গে ভারতীয় এজেন্টের জড়িত থাকার বিশ্বাসযোগ্য অভিযোগ তারা খতিয়ে দেখছে। ভ্যাংকুভারের শহরতলীতে বসবাসরত হারদীপ সিং নিজ্জারও ছিলেন শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী।

পাঠকের চিঠি

কান চলচ্চিত্র উৎসবে ছবি প্রদর্শনের দায়ে নির্মাতাকে শাস্তি দিল ইরান

ইরানের স্থানীয় গণমাধ্যমের খবরে জানা যায়, গত বছর কান চলচ্চিত্র উৎসবে 'লেইলাস ব্রাদার্স' ছবিটি প্রদর্শনের দায়ে প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক সাঈদ রুস্তাইকে ছয় মাসের কারাদণ্ড দিয়েছে একটি আদালত। তেহরানের অর্থনৈতিক দুর্দশার সঙ্গে লড়াই করা একটি পরিবারের সমৃদ্ধ ও জটিল গল্প 'লেইলাস ব্রাদার্স' ।গত বছর ছবিটি মুক্তি পাওয়ার পর থেকে ইরানে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ছবিটি গত বছরের কান উৎসবে পাম ডি'অরের জন্য প্রতিযোগিতায় ছিল। এটি সর্বোচ্চ পুরস্কার না পেলেও আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র সমালোচক ফেডারেশন পুরস্কার জিতে নিয়েছিল। মঙ্গলবার সংস্কারবাদী দৈনিক ইতেমাদ জানায়, রুস্তাই ও প্রযোজক জাভেদ নরুজবেগিকে কান চলচ্চিত্র উৎসবে ছবিটি প্রদর্শনের দায়ে ছয় মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। রুস্তাই এবং নরুজবেগিকে ইসলামী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিরোধীদের প্রচারণায় অবদান রাখার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়। সরকারি গণমাধ্যম জানায়, লেইলাস ব্রাদার্স নিষিদ্ধ করার কারণ, এটি অনুমতি ছাড়াই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রবেশ করে নিয়ম ভঙ্গ করেছে এবং পরিচালক সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অনুরোধে এটি সংশোধন করতে অস্বীকার করেছেন। চিত্র নির্মাতা তার কারাদণ্ডের মধ্যে মাত্র ৯ দিন ভোগ করবেন। বাকি মেয়াদ ৫ বছরের জন্য স্থগিত রাখা হবে। ইতিমাদ এ তথ্য জানিয়ে বলেছে, চাইলে এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা যাবে। সাময়িক বরখাস্তের সময় আসামিদের জাতীয় ও নৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণ করে চলচ্চিত্র নির্মাণের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং অন্যান্য চলচ্চিত্র পেশাজীবীদের সঙ্গে মেলামেশা করা থেকে বিরত থাকতে হবে। ৩৪ বছর বয়সী রুস্তাই ২০১৯ সালে ইরানের মাদক সমস্যা এবং নৃশংস ও নিরর্থক পুলিশি প্রতিক্রিয়ার একটি আপোষহীন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নির্মিত ছবি 'জাস্ট ৬.৫' মুক্তির পর থেকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন।

রূপা দাস,রাঁচি

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

রোহিত হেলথ কেয়ার সেন্টারের ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পে ২১৩ রোগীর পরীক্ষা

অসহায় রোগীদের বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হয়

অনিশা গোরাই

জামশেদপুর ঃ সরায়কেলা জেলার নিমডিহ ব্লকের ঝিমড়ি গ্রামের কমিউনিটি হলে পশ্চিমবঙ্গের বলরামপুরের রোহিত হেলথ কেয়ার সেন্টার দ্বারা একটি বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আযোজন করা হয়। ক্যাম্পে শিশু বিশেষজ্ঞ ডাঃ সুচিত্রা মুর্মু ৪৯ জন শিশুকে, ডেন্টিস্ট ডাঃ সঞ্জয় মন্ডল ও ডেন্টিস্ট ডাঃ অর্পণ গোস্বামী ৭২ জন রোগীকে এবং চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ কবিতা সরকার ৯২ জন রোগীর বিনামূল্যে চিকিৎসা করেন। রোহিত হেলথ কেয়ার সেন্টারের পক্ষ থেকে সমস্ত রোগীদের বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হয়। এর আগে প্রধান অতিথি ঝিমড়ি পঞ্চায়েত মুখীয়া সরস্বতী সিং মুন্ডা প্রদীপ জ্বালিয়ে ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষে, মুখিয়া তার ভাষণে বলেন যে রোহিত হেলথ কেয়ার সেন্টার অন্য রাজ্যের হয়েও ঝাড়খণ্ডের দরিদ্রদের সেবা করার উদাহরণ বেমিশাল। তিনি বলেন যে এই পরিষেবার জন্য কোন পরিমাণ প্রশংসা যথেষ্ট হবে না। রোহিত হেলথ কেয়ার সেন্টারের ডিরেক্টর রবি কেড়িয়াকে এই ধরনের বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ওষুধ বিতরণ শিবিরের আযোজন করার অনুরোধ করেন। রোহিত হেলথ কেয়ারের ডিরেক্টর, রবি কেড়িয়া বলেন যে পশ্চিমবঙ্গ এবং ঝাড়খণ্ডের গ্রামীণ এলাকার দরিদ্র রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সুবিধা প্রদানের লক্ষ্য। এই অনুষ্ঠানে

বিশেষ অতিথি জেপি মাহাতো, জানকী হেমব্রম, নাসির মহেশ কুমার প্রমুখ উপস্থিত চিকিৎসাকর্মী সন্তু গোপ, আনসারি, সোমনাথ মাহাতো, ছিলেন।

নতুন বছরে যুবকযুবতীদের জন্য প্রায় ৩৫ হাজার সরকারি চাকরির ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

ইতিমধ্যে ২২ হাজার চাকরির জন্য বিজ্ঞাপন প্রকাশ

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ রাজ্যের বেকার যুবকযুবতীদের জন্য সুখবর। নতুন বছর তাদের জন্য নতুন সুখবর নিয়ে উপস্থিত হচ্ছে। নতুন বছরে রাজ্যের প্রায় ৩৫ হাজার যুবক যুবতীদের জন্য সরকারি চাকরির ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। ইতিমধ্যে ২২ হাজার চাকরির জন্য বিজ্ঞাপন প্রকাশ হয়ে গেছে। পরবর্তী করলে ১০ হাজারের অধিক পদের জন্য বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হবে। তাছাড়া বিটিআর এর জন্য ১২০০ শিক্ষক পদে নিযুক্তি দেওয়া হবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

প্রসঙ্গত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে কোকরাঝাড় জেলায় বুধবার একদিনের সফরসূচি নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। বিটিআর স্বশাসিত পরিষদের তিন বছর কার্যকাল সমাপ্তি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার পাশাপাশি তিনি স্থানীয় একটি নতুন বাথৌ মন্দির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন। তাছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের ভারত সংকল্প যাত্রা কার্যসূচিতে তিনি উপস্থিত ছিলেন। এরপর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় নতুন বছরে প্রায় ৩৫ হাজার যুবক যুবতীদের সরকারি পদে নিযুক্তি দেওয়ার বিষয়টি খোলাসা করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন রাজ্য সরকার তৃতীয় এবং চতুর্থ বর্গের পদ ছাড়াও পুলিশের ব্যাটেলিয়ান, শিক্ষা এবং অন্যান্য বিভাগের জন্য ইতিমধ্যে ২২০০০ সরকারি পদের জন্য বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়েছে। এবার আগামী বছরে এক্ষেত্রে আরও ১০০০০ এর অধিক সরকারি পদের জন্য বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হবে। অর্থাৎ সবমিলিয়ে নতুন বছরে রাজ্যের প্রায় ৩৫ হাজার যুবক যুবতী সরকারি চাকরির সুবিধা পাবেন বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

অন্যদিকে শুধুমাত্র বিটিআর এলাকার জন্য আগামী বছর ১২০০ শিক্ষক পদের জন্য নিযোগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। মূলত প্রাথমিক শিক্ষক পদের জন্য আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই ১২০০ পদের বিজ্ঞাপন প্রকাশ পাবে বলে বলে ঘোষণা করেছেন তিনি।

এদিকে কোকরাঝাড়ে কেন্দ্রীয় সরকারের ভারত সংকল্প যাত্রা কার্যসূচিতে অংশগ্রহণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এই কার্যসূচি সম্পর্কে সাংবাদিকদের তিনি বলেন চলিত বছরের ১৫ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা আনুষ্ঠানিক ভাবে শুভারম্ভ করেছেন। বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার অধীনে মূলত বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প গুলি সম্পর্কে আলোচনা করার পাশাপাশি এক্ষেত্রে সারা দেশ জুড়ে চর্চা, আলোচনা, জনসভা অব্যাহত রয়েছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে সরকারি যাবতীয় প্রকল্প সম্পর্কে সজাগতা এবং সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য এই পদক্ষেপ নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই কার্যসূচির মাধ্যমে সাধারণ নাগরিক সরকারের যাবতীয় প্রকল্প স্কিম সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানার সুযোগ পাবেন। সাধারণ মানুষ এর মাধ্যমে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা নিতে সক্ষম হবেন বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

রাজিব ভবনে প্রদেশ কংগ্রেসের বৃহৎ যোগদান কার্যসূচি

এআইইউডিএফ নেতা তথা বিশিষ্ট আইনজীবী হাফিজ বশির আহমেদ চৌধুরীর যোগদান

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্যের প্রতিটি মুখ্য রাজনৈতিক দলে অব্যাহত রয়েছে যোগদান প্রক্রিয়া। একদল থেকে অন্য দলে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন রাজনৈতিক নেতারা। এবার এআইইউডিএফ নেতা তথা বিশিষ্ট আইনজীবী হাফিজ বশির আহমেদ চৌধুরী কংগ্রেসে আনুষ্ঠানিক ভাবে যোগদান করেছেন। সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক তথা এপিসিসির তত্ত্বাবধায়ক জিতেন্দ্র সিংহের উপস্থিতিতে তিনি দলে যোগদান করেছেন। তবে শুধুমাত্র হাফিজ বশির আহমেদ চৌধুরী একা নন মোট ৩৫ জন আইনজীবী একই সাথে কংগ্রেসে নাম লিখিয়েছেন।

প্রসঙ্গত আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে কেন্দ্র করে দলীয় রণকৌশল নির্ধারণ করার জন্য গুয়াহাটি মহানগরের জি এস রোডে স্থিত রাজিব ভবনে বুধবার এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক আযোজন করা হয়েছিল। এই বৈঠকে সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক তথা এপিসিসির তত্ত্বাবধায়ক জিতেন্দ্র সিংহের পাশাপাশি সভাপতি ভূপেন বরা, বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া, উপ দলপতি রকিবুল হোসেন, বিধায়ক কমলাক্ষ্য দে পুরকায়স্থ, উপসভাপতি শরিফ উজ্জামান লস্কর সহ বিধায়ক জাকির হোসেন সিকদার, উপসভাপতি মেজবাউল ইসলাম লস্কর, বিধায়ক ওয়াজেদ আলী চৌধুরী, দলের সর্বভারতীয় নেতা পৃথ্বীরাজ সাঠে, সুধাকর এবং প্রদেশ কংগ্রেসের শীর্ষ নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। নির্বাচন কেন্দ্রিক দলীয় গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের পাশাপাশি এক যোগদান কার্যসূচি আযোজন করা হয়েছিল। এই কার্যসূচির মাধ্যমে এআইইউডিএফ নেতা তথা বিশিষ্ট আইনজীবী হাফিজ বশির আহমেদ চৌধুরী আনুষ্ঠানিক ভাবে কংগ্রেসে যোগদান করেন। তার সঙ্গে ছিল গুয়াহাটি হাইকোর্টের ৩৫ জন আইনজীবী।

এপিসিসির তত্ত্বাবধায়ক জিতেন্দ্র সিংহের পাশাপাশি সভাপতি ভূপেন বরা হাফিজ বশির আহমেদ চৌধুরীকে দলে স্বাগত জানান। অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির উপ সভাপতি শরিফ উজ্জামান লস্কর তাকে গামছা পরিয়ে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেছেন। তাছাড়া করিমগঞ্জ কংগ্রেস জেলা সভাপতি এবং হাইলাকান্দি জেলা সভাপতি তাকে সম্বর্ধনা জানান। এরপর কংগ্রেসের যোগদান করা বাকি আইনজীবীর নাম উচ্চারণ করে প্রত্যেককে দলে স্বাগত জানিয়েছেন সভাপতি ভূপেন বরা। সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক তথা এপিসিসির তত্ত্বাবধায়ক জিতেন্দ্র সিংহ দলে যোগদান করা প্রত্যেককে স্বাগত জানিয়ে বলেন হাফিজ বশির আহমেদ চৌধুরী একজন বরিষ্ঠ আইনজীবী হিসাবে বর্তমান কর্মরত রয়েছেন। তিনি তার সম্পূর্ণ জীবন সমাজ সেবার কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন। শুধুমাত্র বরাক উপত্যকা নয় সারা রাজ্যজুড়ে তার অবদান রয়েছে। তিনি দলে যোগদান করার পর কংগ্রেস অধিক শক্তিশালী হিসেবে গড়ে উঠবে। কংগ্রেসে থাকা প্রত্যেক জন ব্যক্তি আপন ভাবে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। তাছাড়া এই দেশকে জাতি ধর্ম ভাষা নির্বিশেষে এক সূত্রে বাঁধার এক লক্ষ্য কংগ্রেসের রয়েছে। এই ডিএনএ রক্ষা করার জন্য দলে প্রত্যেকে কঠোর পরিশ্রম করেন বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি।

জিতেন্দ্র সিংহ বলেন বহু দল রয়েছে যারা এই দেশের পরিস্থিতি খারাপ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। ভাতৃঘাতী সংঘর্ষ সৃষ্টি করতে চাইছে। ফলে কংগ্রেসের যোগদান করে হাফিজ বশির আহমেদ চৌধুরী সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তার এই সিদ্ধান্তের ফলে বিভিন্ন জেলা কমিটির সভাপতি এবং অন্যান্য দলীয় কর্মকর্তারা অত্যাধিক আনন্দিত এবং উৎফুল্লিত হয়ে উঠেছেন বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। কংগ্রেসে আনুষ্ঠানিক ভাবে যোগদান করে বিশিষ্ট আইনজীবী হাফিজ বশির আহমেদ চৌধুরী দলের নেতৃত্বকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন দেশের পরিস্থিতি এমন হয়েছে যে গত দুতিন মাস ধরে তিনি গভীর চিন্তায় ছিলেন। বর্তমান দেশের সংবিধান সংকটে রয়েছে। ফলে এই পরিস্থিতিতে নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকা যায় না। কতদিন এভাবে নিশ্চুপ হয়ে থাকা যায় সেই প্রশ্ন মাথায় আসছিল। এভাবে নিরব হয়ে থাকলে উপরওয়ালা তাকে ক্ষমা করবে না। বিভিন্ন সামাজিক সংস্থার তরফে বহু কাজ করা হচ্ছে কিন্তু সেটা পর্যাপ্ত নয়। তাই এক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলে যোগদান অবিহনে অন্য উপায় নেই। আইনের ছাত্র হিসেবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তার প্রযোজনীয়তা রয়েছে। লোকসভার অধ্যক্ষ নিরপেক্ষ হওয়ার নিয়ম থাকলেও তিনি যেটা করলেন সেটা গণতন্ত্রকে হত্যা করার এক নজির। বিজেপি গণতন্ত্রের ধ্বংসকারী। একমাত্র কংগ্রেস এই গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে পারে। এর ফলে তিনি কংগ্রেসের যোগদান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে মন্তব্য করেন বিশিষ্ট আইনজীবী হাফিজ বশির আহমেদ চৌধুরী।

টুকরো খবর

নগাঁও লোকসভা কেন্দ্র কংগ্রেসের জন্য অত্যন্ত ভালো, শুধুমাত্র দলীয় টিকেটের জন্য মারপিট না হলেই শ্রেয় বলে ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

দুই কংগ্রেস কর্মীর ঝগড়া বাগবিতণ্ডার ফলে উত্তপ্ত রাজীব ভবন, দুজনকে শোকজ নোটিশের জবাব দিতে তিন দিনের সময়সীমা

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ মুখ্যমন্ত্রীর আশঙ্কাই সত্য প্রমাণিত হয়েছে। কংগ্রেসের তিনজন শীর্ষস্থরের নেতা নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রের টিকিটের জন্য আবেদন পত্র দাখিল করা সংক্রান্তে প্রতিক্রিয়ায় মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য করে বলেছেন নগাঁও লোকসভা কেন্দ্র কংগ্রেসের জন্য অত্যন্ত ভালো। তবে শুধুমাত্র এক্ষেত্রে দলীয় টিকেটের জন্য মারপিট না হলেই শ্রেয় বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন তিনি। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে দুই কংগ্রেস কর্মী জীবন কুলি এবং চয়নিকা কোচের মধ্যে সৃষ্টি হওয়া ঝগড়া বাগবিতণ্ডার ফলে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে রাজীব ভবন। অবশেষে দু'জনকে শোকজ করার পর সেটার জবাব দিতে তিন দিনের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রের দলীয় টিকিটের জন্য গৌরব গগৈ, প্রদ্যুৎ বরদলৈ এবং রকিবুল হোসেনের আবেদনপত্র দাখিল করাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে ব্যাপক রাজনৈতিক বিতর্কে সৃষ্টি হয়েছে। শাসক দল বিজেপি এই বিষয়টিকে তুলে ধরে কংগ্রেসের কঠোর সমালোচনা অব্যাহত রেখেছে। এমনকি স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এই বিষয়টি নিয়ে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন। একদিনের সফরসূচি নিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে বুধবার কোকরাঝাড় জেলায় উপস্থিত হয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে তিনি বলেন নগাঁও লোকসভা কেন্দ্র কংগ্রেসের জন্য এক আদর্শ স্থান। এই কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস নির্বাচনে ভালই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে। কংগ্রেস নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রে জয়লাভ করার চেষ্টা করতে পারবে। যেহেতু কেন্দ্রটি কংগ্রেসের জন্য অত্যন্ত ভালো ফলে স্বাভাবিকভাবে দলের বিভিন্ন নেতারা একে কেন্দ্র থেকে নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাইবেন। উদাহরণ স্বরূপে তিনি বলেন কোকরাঝাড় কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য বহুনেতা ইউপিপিএল এর টিকেট চাইবেন। এটা স্বাভাবিক। নির্বাচনে সুষ্ঠুভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা অত্যন্ত আবশ্যক। কিন্তু এর জন্য যাতে কোন ধরনের মারপিট না হয়, বাগবিতণ্ডার সৃষ্টি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। অবশেষে মুখ্যমন্ত্রীর এই আশঙ্কায় রাজীব ভবনেরষ সত্য বলে প্রমাণিত হলো। এদিন রাজিব ভবনে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের জন্য রণকৌশল নির্ধারণের উদ্দেশ্যে সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক তথা এপিসিসির তত্ত্বাবধায়ক জিতেন্দ্র সিংহের উপস্থিতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ দলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বৈঠকে সভাপতি ভূপেন বরা, বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া, উপ দলপতি রকিবুল হোসেন, বিধায়ক কমলাক্ষ্য দে পুরকায়স্থ প্রমুখ দলের অন্যান্য বিধায়ক এবং প্রদেশ কংগ্রেসের নেতারা অংশগ্রহণ করেছেন। এই গুরুত্বপূর্ণ দলীয় বৈঠকের পাশাপাশি বিশিষ্ট আইনজীবী হাফিজ বশির আহমেদ চৌধুরী আনুষ্ঠানিক ভাবে কংগ্রেসে আনুষ্ঠানিক ভাবে যোগদান করেছেন। তবে দলের এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অব্যাহত থাকার বিপরীতে দুই কংগ্রেস কর্মী জীবন কুলি এবং চয়নিকা কোচের মধ্যে সৃষ্টি হওয়া ঝগড়া বাগবিতণ্ডার ফলে রাজীব ভবনে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। তবে রাজীব ভবনে সংঘটিত দুই দলীয় কর্মীর মধ্যে সৃষ্টি হওয়া এই ঝগড়া কিংবা বাগবিতণ্ডার সঙ্গে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কোনো ধরনের সংযোগ নেই বলে স্পষ্ট করে দিয়েছে দলটি। এক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন কংগ্রেস বিধায়ক জাকির হোসেন সিকদার। এমনকি তিনি স্বয়ং জীবন কুলি এবং চয়নিকা কোচের মধ্যে সৃষ্টি হওয়া ঝগড়া বাগবিতণ্ডা প্রতিরোধ করার প্রয়াস করেছেন। এরপর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে তিনি বলেন কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরার এক্ষেত্রে স্পষ্ট মতামত রয়েছে। দলের সম্মানহানি করা যেকোনো ধরনের কাজ কিংবা দলকে সমালোচনার যোগ্য করে তোলা কোনো ধরনের গতিবিধি একদমই সহ্য করা হবে না। এই সংক্রান্তে দলের স্থিতি স্পষ্ট। শুধুমাত্র ব্যক্তিগত লেনদেন কিংবা ব্যক্তিগত কারণে দুই কংগ্রেস কর্মী জীবন কুলি এবং চয়নিকা কোচের মধ্যে ঝগড়া কিংবা বাগবিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছিল। তবে ব্যক্তিগত সংঘাতের বিষয় রাজিব ভবনে নিয়ে আসার জন্য কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা তাৎক্ষণিক ভাবে দুজনকে শোকজ নোটিশ দিয়েছেন। আগামী তিন দিনের মধ্যে তাদের এর জবাব দিতে বলা হয়েছে। এবার কংগ্রেস কর্মীদের জবাবে সন্তুষ্ট না হলে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা নেবে বলে ঘোষণা করেছেন বিধায়ক জাকির হোসেন সিকদার।

চাঞ্চল্যকর তথ্য, ভুয়া ডক্টরেট ডিগ্রীর থাকা রাজ্যে বর্তমান দুই শতাধিক কলেজ শিক্ষকশিক্ষিকা কর্মরত রয়েছেন

অলোক বুঢ়াগোহাই সমিতির তদন্তে প্রকাশিত এই ভয়ঙ্কর তথ্য

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ বর্তমান রাজ্য জুড়ে এপিএসসি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের কেলেঙ্কারি নিয়ে হৈচৈ সৃষ্টি হয়েছে। রাজ্যের বহু তদন্তকারী সংস্থা নানা ধরনের কেলেঙ্কারির তদন্ত অব্যাহত রেখেছে। এরই মধ্যে শিক্ষা ক্ষেত্রে এক চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ পেয়েছে। ভুয়া ডক্টরেট ডিগ্রীর থাকা রাজ্যে বর্তমান দুই শতাধিক কলেজ শিক্ষকশিক্ষিকা কর্মরত রয়েছেন বলে জানা গেছে। মূলত অলোক বুঢ়াগোহাই সমিতির তদন্তে প্রকাশিত হয়েছে এই ভয়ঙ্কর তথ্য। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে রাজ্যের বিভিন্ন শিক্ষা অনুষ্ঠানে কর্মরত হয়ে রয়েছেন একাংশ ভুয়া ডক্টরেট ডিগ্রিধারী শিক্ষকশিক্ষিকা। এই একাংশ কলেজ শিক্ষকদের বিরুদ্ধে অনিয়ম এবং অনৈতিকভাবে রাজ্যে বাইরের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি সংগ্রহ করার অভিযোগ রয়েছে। বিগত এক দশকের অধিক কাল থেকে এই ধরনের অনিয়ম অব্যাহত রয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এই সংক্রান্তে অসম কলেজ শিক্ষক সংস্থার নির্বাচিত সভাপতি হিমাংশু মরল জানান অসম সরকার এক্ষেত্রে তদন্ত করার জন্য একটি উচ্চ স্তরের কমিটি গঠন করে দিয়েছিল। পিএইচডি ডিগ্রির ক্ষেত্রে কোর্স ওয়ার্ক করা না করার বিষয় নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। এমফিল ডিগ্রীর ক্ষেত্রে অফ ক্যাম্পাস অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় এক স্থানে থাকার ভিতরে বিপরীতে প্রার্থী অন্য স্থানে থেকে এই কোর্স করেছেন। তবে এক্ষেত্রে একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ যে সরকার কোনদিনও নির্ধারণ করে দেয়নি যে প্রার্থীদের কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোর্স করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রযোজন অনুসারে শিক্ষকরা নিজেদের জবাব দেবেন। নিয়ম অনুযায়ী যেটা করার প্রযোজন রয়েছে সেটা যদি সরকার করে সেক্ষেত্রে আপত্তি করার কিছু নেই। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুলের জন্য শিক্ষকদের উপরে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত নয়। তবে এই সংক্রান্ত যদি কোনো ধরনের অনিয়ম হয়েছে সেটার উচিত তদন্ত হওয়া প্রযোজন বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। উল্লেখ্য শিক্ষকদের এই কলঙ্কিত কার্যকলাপের তদন্তের ক্ষেত্রে সরকার ইতিমধ্যে অলোক বুঢ়াগোহাই এর নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে দিয়েছিল। এই তদন্ত কমিটির প্রথম প্রতিবেদনে ২০০ জন শিক্ষকের ভুয়া ডক্টরেট ডিগ্রির সন্ধান পাওয়ার তথ্য দাখিল করা হয়েছে। তবে ক্ষেত্রে তদন্তের প্রতিবেদন দাখিল করার পর এক্ষেত্রে ফের কিছু নাম ধরা পড়েছে, নতুন তথ্য প্রকাশ পেয়েছে। এমন কি কিছু কলেজের অধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষ ভুয়া ডক্টরের ডিগ্রী নিয়ে কর্মরত রয়েছেন বলে জানা গেছে। ফলে এবার বিষয়টির অধিক তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে একই কমিটিকে। ফলে এবার নতুন ভাবে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় অনুসন্ধান শুরু করবে তদন্ত কমিটি। এক্ষেত্রে শিক্ষার সঙ্গে জড়িত একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্মকর্তা বলেন সিঙ্গানিয়া ইউনিভার্সিটি, মোগদ ইউনিভার্সিটি, মর্ডান ইউনিভার্সিটি ইত্যাদি বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী পেয়েছেন একাংশ শিক্ষক। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় এই ডক্টরের ডিগ্রী অধ্যয়ন করার ক্ষেত্রে কোনদিনও ছুটি নেননি এই শিক্ষকরা। ফিল্ডে না গিয়ে এই শিক্ষকদের পিএইচডি ডিগ্রি দেওয়া হয়েছিল। অবশেষে এই ভুয়া ডক্টর ডিগ্রি নিয়ে এই একাংশ শিক্ষক সরকারি যাবতীয় সুযোগসুবিধা ভোগ করছেন বলে মতামত ব্যক্ত করেন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনটির এই কর্তা। নগাঁও, গোয়ালপাড়া, ধেমাজি, লক্ষিমপুর ইত্যাদি রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় এই ভুয়া পিএইচডি ডিগ্রিধারী শিক্ষক রয়েছেন বলে তিনি জানান।

বছর শেষের র‍্যাঙ্কিংয়ে আর্জেন্টিনাই ১ নম্বরে

প্যারিস ঃ ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে থেকেই বছর শেষ করতে যাচ্ছে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। আজ ২০২৩ সালের সর্বশেষ র‍্যাঙ্কিং প্রকাশ করেছে ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা, যেখানে আর্জেন্টিনার পর দুইয়ে ফ্রান্স এবং তিনে ইংল্যান্ড অবস্থান করছে।

গত মাসে হালনাগাদ করা সর্বশেষ র‍্যাঙ্কিংয়েও এই তিন দলই ওপরের দিকে ছিল। এ সময়ে শীর্ষ দশেই কোনো পরিবর্তন আসেনি। স্পেন চতুর্থ এবং ব্রাজিল পঞ্চম স্থানে থেকে ২০২৪ সাল শুরু করবে। গত বছরের ডিসেম্বরে কাতারে ফ্রান্সকে হারিয়ে বিশ্বকাপ জিতলেও বছর শেষের র‍্যাঙ্কিংয়ে আর্জেন্টিনার অবস্থান ছিল দুইয়ে। শীর্ষে ছিল ব্রাজিল। ফিফা ২০২৩ সালে প্রথম র‍্যাঙ্কিং হালনাগাদ করে এপ্রিলে। তখন ব্রাজিলকে টপকে শীর্ষে উঠে আসে আর্জেন্টিনা। সেই থেকে বছরের বাকি ছয় হালনাগাদ র‍্যাঙ্কিংয়েও ১ নম্বর স্থান ধরে রাখে লিওনেল মেসির দল।

বছরের শেষ র‍্যাঙ্কিংয়ে বড় পরিবর্তন আসেনি ম্যাচসংখ্যা কম ছিল বলে। এ সময়ে মাত্র ১১টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ হয়েছে, যার ৯টিই খেলেছে ওশেনিয়া ফুটবল কনফেডারেশনের দলগুলো। অন্য দুটি ম্যাচে ছিল দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের কলম্বিয়া, যারা ভেনেজুয়েলা ও মেক্সিকোর বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলেছে। ওপরের দিকে অদলবদলও হয়েছেও এই দলগুলোর মধ্যেই। মেক্সিকোকে ১৪ থেকে এক ধাপ পেছনে সরিয়ে সেখানে জায়গা করেছে কলম্বিয়া।

এএফসি অঞ্চলে বাংলাদেশ বছর শেষ করছে বছরের শুরু থেকে একটু এগিয়ে এসেই। ৬ এপ্রিল হালনাগাদ করা বছরের প্রথম র‍্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশের স্থান ছিল ১৯২ নম্বরে। অর্থাৎ এক বছরের মধ্যে ৯ ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ।

বাবর রিজওয়ানের উদ্বোধনী জুটি থেকে সরে আসছে পাকিস্তান

লাহৌর ঃ নিজেদের টি টোয়েন্টি ইতিহাসের সবচেয়ে সফল উদ্বোধনী জুটি থেকে সরে আসতে পারে পাকিস্তান। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে আগামী মাসে শুরু হতে যাওয়া টি টোয়েন্টি সিরিজে প্রথম উইকেটে বাবর আজম ও মোহাম্মদ রিজওয়ানের জুটি দেখা যাবে না বলে জানিয়েছে পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম। পাকিস্তানের হয়ে টি টোয়েন্টিতে সবচেয়ে বেশি ৫১ বার ইনিংস উদ্বোধন করেছেন বাবর ও রিজওয়ান। আর কোনো জুটি ২০ বারও ইনিংস উদ্বোধন করেনি। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ যে জুটি (১৯), সেটিতেও ফখর জামানের সঙ্গে ছিলেন বাবর। তবে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে বাবর ও রিজওয়ানের মধ্যে যেকোনো একজন ইনিংস উদ্বোধন করবেন, জিও নিউজের বরাত দিয়ে এমনটা জানিয়েছে দ্য নিউজ ইন্টারন্যাশনাল। তরুণদের সুযোগ করে দিতেই এমন পরিকল্পনা বলেও জানানো হয়েছে। ওই সূত্র বলেছে, পাঁচ ম্যাচের সিরিজটিতে বাবর বা রিজওয়ানের মধ্যে একজনের সঙ্গে ইনিংস শুরু করবেন তরুণ সাইম আইয়ুব। আরও বলা হয়েছে, যদি বাবর ইনিংস উদ্বোধন করেন, তাহলে রিজওয়ান তিনে নেমে যাবেন। আবার রিজওয়ান করলে বাবর খেলবেন ওয়ান ডাউনে। দুই অভিজ্ঞ ব্যাটসম্যানকে কয়েকটি ম্যাচে বিশ্রামেও রাখা হতে পারে। নতুন টি টোয়েন্টি অধিনায়ক শাহিন শাহ আফ্রিদির অধীনে এটিই হবে পাকিস্তানের প্রথম সিরিজ। সূত্র জানিয়েছে, চারে ফখর জামান, এরপর ইফতেখার আহমেদ ও আজম খানকে খেলানোর পরিকল্পনা আছে। রিজওয়ান উইকেটকিপিংও করবেন না, সে দায়িত্ব থাকবে দলে ফেরা আজমের ওপর। আজম ও রিজওয়ান ছাড়াও ১৭ জনের দলে উইকেটকিপার হিসেবে আছেন প্রথমবারের মতো ডাক পাওয়া হাসিবউল্লাহ। ১৯ ডিসেম্বর এ সিরিজের দল ঘোষণা করেন পাকিস্তানের প্রধান নির্বাচক ওয়াহাব রিয়াজ।

নিউজিল্যান্ড সিরিজে পাকিস্তানের টি টোয়েন্টি দল

শাহিন শাহ আফ্রিদি (অধিনায়ক), বাবর আজম, মোহাম্মদ রিজওয়ান (উইকেটকিপার), ফখর জামান, হারিস রউফ, আমের জামাল, আব্বাস আফ্রিদি, আজম খান (উইকেটকিপার), হাসিবউল্লাহ খান (উইকেটকিপার), ইফতেখার আহমেদ, মোহাম্মদ নেওয়াজ, মোহাম্মদ ওয়াসিম, শাহিবজাদা ফারহান, সাইম আইয়ুব, উসামা মির ও জামান খান। ২০২১ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজে প্রথমবারের মতো ইনিংস উদ্বোধন করতে আসেন বাবর ও রিজওয়ান। ৫১টি ইনিংসে দুজন মিলে ৪৮.৯৭ গড়ে করেন ২৪০০ রান। দুজনের মধ্যে শতরানের জুটি হয়েছে ৮টি। অবশ্য দুজনই সময় নিয়ে খেলতে পছন্দ করেন বলে পাকিস্তান আক্রমণাত্মক শুরু করতে পারে না, এমন সমালোচনাও আছে। ওপেনিংয়ে দুজনের জুটির স্ট্রাইক রেট ১২৮.৪০, ওভারপ্রতি দুজন তুলেছেন ৭.৯২ রান। আগামী ১২ জানুয়ারি অকল্যান্ডে শুরু হবে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে পাকিস্তানের ৫ ম্যাচের টি টোয়েন্টি সিরিজ। পরের ম্যাচগুলো ১৪, ১৭, ১৯ ও ২১ জানুয়ারি।

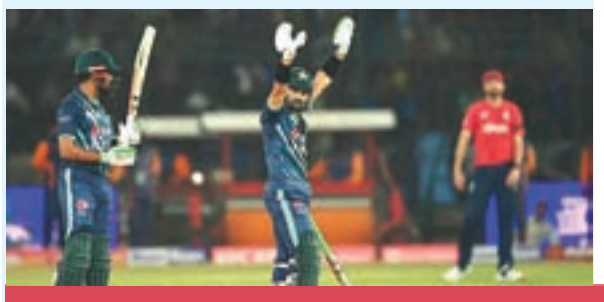

হেডকে পেয়ে কতটা রোমাঞ্চিত হায়দরাবাদ, জানালেন টম মুডি

হায়দরাবাদ ঃ আসছে আইপিএল মৌসুমের 'মিনি অকশন' অনেকের চোখই কপালে তুলে দিয়েছে। এই নিলামে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো মেতে উঠেছিল রেকর্ড ভাঙাগড়ার খেলায়! নিলাম শুরুর কিছুক্ষণ পরই আইপিএলের সবচেয়ে দামি খেলোয়াড়ের রেকর্ড গড়েন প্যাট কামিন্স। ২০ কোটি ৫০ লাখ টাকাতে তাঁকে কিনে নেয় সানরাইজার্স হায়দরাবাদ।

এর ঘণ্টা দুয়েক পর কামিন্সের রেকর্ড ভেঙে দেন তাঁর অস্ট্রেলিয়া দলের সতীর্থ মিচেল স্টার্ক। অস্ট্রেলিয়ার বাঁহাতি পেসারকে ২৪ কোটি ৭৫ লাখ রুপিতে কিনে নেয় কলকাতা নাইট রাইডার্স।

তারকা ক্রিকেটারদের পেতে মরিয়া ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর লড়াইয়ে তরতরিয়ে বেড়েছে অনেকের দাম। সেই দলে অবশ্য ছিলেন না বিশ্বকাপের ফাইনালে শতক করে অস্ট্রেলিয়াকে শিরোপা জেতানো ট্রাভিস হেড। তাঁকে ৬ কোটি ৮০ লাখ রুপিতে পেয়ে গেছে হায়দরাবাদ। চেন্নাইয়ের সঙ্গে লড়াই করে টি টোয়েন্টিতে দুর্দান্ত কার্যকরী এই ওপেনারকে পেয়ে হায়দরাবাদের কর্মকর্তারা দারুণ খুশিই বলে মনে করেন টম মুডি।

হায়দরাবাদের সাবেক এই কোচ বলেছেন, 'তাদের (হায়দরাবাদ) অনেক বিকল্প আছে। অনেক ম্যাচজয়ী খেলোয়াড় পেয়েছে তারা। একটা বিষয়ই শুধু আমরা জানি না, তাদের নেতৃত্ব কে দেবে।'

আইপিএলের গত আসরে হায়দরাবাদকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এইডেন মার্করাম। এবার বিশ্বকাপজয়ী কামিন্স থাকায় নেতৃত্বে বদল আসতে পারে মনে করছেন কেউ কেউ।

মুডির মতে, বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল ও ফাইনালে সেরা হওয়া হেডকে ওপেনার হিসেবেই খেলাবে হায়দরাবাদ। বাঁহাতি এ ব্যাটসম্যানকে পেয়ে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি কতটা খুশি, স্টার স্পোর্টসে সেটা তুলে ধরেছেন মুডি, 'আমি মুত্তিয়া মুরালিধরনকে (বোলিং কোচ) নিলামের সময় বলতে শুনেছি যে তারা ট্রাভিস হেডকে নিয়ে রোমাঞ্চিত। কারণ, ওকে তারা ওপেনার হিসেবে চেয়েছে।'

গাজায় 'ভূগর্ভস্থ সন্ত্রাসী শহর' খুঁজে পাবার দাবি ইসরায়েলের

গাজা (ওয়েবডেস্ক)ঃ ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী বলছে, তারা গাজায় হামাসের সিনিয়র নেতাদের ব্যবহার করা একটি টানেলের সন্ধান পেয়েছে, যেটাকে তারা 'ভূগর্ভস্থ সন্ত্রাসী শহর' হিসেবে বর্ণনা করেছে।

ইসরায়েল ডিফেন্স ফোর্স বা আইডিএফ বলেছে, সৈন্যরা ওই এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে এবং একে আল রিমাল এলাকার ফিলিস্তিন চত্বর এলাকায় গাজার বড় শহরের একটি 'এলিট কোয়ার্টার' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আইডিএফের দাবি কয়েক সপ্তাহের লড়াইয়ের পর গাজার সবচেয়ে বড় শহরের মধ্যে ওই এলাকাটির নিয়ন্ত্রণ নিতে সক্ষম হয়েছে।

তাদের ভাষ্য অনুযায়ী হামাসের 'প্রশাসনিক ও সামরিক নেতৃত্ব' এটি ব্যবহার করতো, যার মধ্যে হামাসের রাজনৈতিক নেতা ইসমাইল হানিয়া এবং সামরিক কমান্ডার ইয়ানিয়া সিনওয়ার এবং মুহাম্মদ দায়িফও রয়েছেন।

আইডিএফ বলছে, ফিলিস্তিন চত্বর এলাকা হলো হামাসের কৌশলগত টানেল নেটওয়ার্কের কেন্দ্রস্থল, যেখান থেকে রানতিসি হাসপাতাল ও আল শিফা হাসপাতাল এলাকার ভূগর্ভস্থ অবকাঠামোর যোগসূত্র রয়েছে।

আইডিএফ বেশ কিছু টানেলে অনুসন্ধান করছে এমন কিছু ভিডিও এবং স্যাটেলাইট চিত্র প্রকাশ করলেও, কোন হাসপাতালের সাথে এর সম্পৃক্ততা প্রমাণ হয় এমন কিছু তারা এখনো সরবরাহ করতে পারেনি।

তাদের দাবি 'ভূগর্ভস্থ সন্ত্রাসী শহরের' প্রবেশমুখ খনন করা হয়েছে 'সিনিয়র কর্মকর্তাদের আবাসিক ও অফিস এলাকায়'। এটি তাদের গাজা শহরের কেন্দ্রস্থলে দৈনন্দিন যাতায়াতে সুরক্ষা নিশ্চিত করতো।

হামাস বলছে নিহতের সংখ্যা ২০ হাজার

হামাস পরিচালিত গাজার সরকার বলছে ইসরায়েল গাজায় সামরিক অভিযান শুরুর পর থেকে প্রায় ২০ হাজার মানুষ নিহত হয়েছে।

গত সাতই অক্টোবর হামাস ইসরায়েলের ভূখণ্ডে প্রবেশ করে হামলা চালানোর পর পাল্টা পদক্ষেপ হিসেবে ওই সামরিক অভিযান চালায় ইসরায়েল।

এরপর থেকে সাত দিনের যুদ্ধবিরতির সময়টি বাদ দিয়ে দিনে গড়ে প্রায় তিনশ করে মানুষ নিহত হয়েছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আঞ্চলিক ইমার্জেন্সি ডিরেক্টর রিচার্ড ব্রেনান বলেছেন তিনি এ তথ্যকে বিশ্বাসযোগ্যই মনে করেন।

যুদ্ধ ক্ষেত্রে মৃতের সংখ্যা নির্ধারণ একটি কঠিন বিষয় এবং গাজার শহরের চিকিৎসকরা বলছেন মৃতের সংখ্যা আরও বেশি হবে। কারণ যাদের হাসপাতালে নেয়া যায়নি বা যারা ভবনের ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে মারা গেছে তাদের গণনা সম্ভব হয়নি।

বিবিসি ভেরিফাই এসব তথ্য যাচাই করে দেখেছে।

জাতিসংঘে ভোট আবারো বিলম্বিত

জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে গাজার ওপর যে ভোটাভোটি হওয়ার কথা ছিলো সেটি আবারো বিলম্বিত হয়েছে। বিবিসি'র নাডা তওফিক জাতিসংঘ থেকে জানাচ্ছেন যে ভোট বৃহস্পতিবারে স্থানান্তর করা হয়েছে।

ওদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন ওয়াশিংটনে তার বার্ষিক ব্রিফিংয়ে দেয়া বক্তব্যে বলেছেন, হামাসকে আত্মসমর্পণে যদি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সোচ্চার হয় তবে সেটিই হবে সবচেয়ে ভালো। তিনি তার বক্তৃতায় বলেছেন যে তিনি চান ইসরায়েলের হামলা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুর দিকে সরিয়ে নেয়া হোক।

যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা আরেকটি যুদ্ধবিরতি চুক্তির চেষ্টা করলেও মি. ব্লিংকেন বলেছেন দ্রুতই এমন কিছু প্রত্যাশা তিনি করছেন না।

তিনি গাজায় ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর অভিযানে মার্কিন সহায়তা নিয়ে যে সমালোচনা হচ্ছে তারও পাল্টা জবাব দেন।

আমি শুনিনি কেউ হামাসকে বেসামরিক নাগরিকদের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে নিষেধ করছে এবং কেউ তাদের আত্মসমর্পণ করতে বলছে। এটা হলেই কাল সবকিছুর সমাপ্তি ঘটবে, বলছিলেন তিনি।

কায়রো বৈঠকে রেজাল্ট নেই

কায়রোতে হামাস নেতা ইসমাইল হানিয়ার উপস্থিতিতে যে বৈঠক চলছে তা কোন ফলাফল ছাড়াই শেষ হয়েছে বলে বিবিসিকে জানিয়েছেন এর সাথে সম্পৃক্ত একজন সিনিয়র ফিলিস্তিনি কর্মকর্তা।

তিনি জানান মিশর মানবিক সহায়তার জন্য আরেকটি যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব করেছে কিন্তু একে সাময়িক পদক্ষেপ হিসেবে বর্ণনা করে নাকচ করে দিয়েছে হামাস।

তারা বলছে একটি চূড়ান্ত যুদ্ধবিরতি না হওয়া পর্যন্ত আর কোন বিনিময় চুক্তি তারা করবে না।

ইসরায়েল লেবানন সীমান্তে গোলাগুলি

আইডিএফ বলছে তাদের ফাইটার বিমান লেবাননে হিজবুল্লাহ গ্রুপের অপারেশনাল হেডকোয়ার্টার হিসেবে ব্যবহৃত হয় এমন এলাকায় হামলা চালিয়েছে।

তাদের দাবি তারা 'অস্ত্র রাখা হয় এমন স্থান' এবং 'সন্ত্রাসীদের ব্যবহৃত অবকাঠামোতে' আঘাত করতে সক্ষম হয়েছে।

অন্যদিকে হিজবুল্লাহ জানিয়েছে তারা ইসরায়েলি সামরিক স্থাপনা লক্ষ্য করে রকেট হামলা করেছে এবং গত চব্বিশ ঘণ্টায় তাদের ছয় জন যোদ্ধা নিহত হয়েছে।

লেবাননের সংবাদ মাধ্যমের খবর অনুযায়ী দু জন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছে। তবে বিবিসি এসব তথ্য যাচাই করে দেখতে পারেনি।

হিজবুল্লাহ হামাসের সহযোগী একটি সংগঠন যাদের নিয়ন্ত্রণে লেবাননে শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী আছে।

ইসরায়েলের কারাগার ভর্তি হয়ে গেছে

ইসরায়েল ও হামাসের হামলা-পাল্টা হামলার মধ্যে পূর্ণ হয়ে গেছে ইসরায়েলের কারাগারগুলো।

একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, গত সাতই অক্টোবরের পর থেকে তিন হাজারের বেশি মানুষকে আটক করেছে ইসরায়েল।

তবে এর মধ্যে ঠিক কত জন ফিলিস্তিনি তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

বাংলাদেশে ভারতের সমালোচনাকে দিল্লি যে চোখে দেখে

নয়াদিল্লি ঃ ভারত ও বাংলাদেশ - এই দুই দেশের সরকার তাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে যতই 'সোনালি অধ্যায়' বলে বর্ণনা করুক, দুই দেশেই একটা বিরাট সংখ্যক মানুষ যে তাদের প্রতিবেশী দেশ সম্পর্কে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করেন না এ কথা গোপন নয়। বিশেষত আজকের যুগে সোশ্যাল মিডিয়া খুললেই সেটা দিনের মতো স্পষ্ট - বাংলাদেশি ও ভারতীয়দের পারস্পরিক বাকবিতন্ডা সেখানে নিত্যদিনের ঘটনা। প্রায়শই যেটা গালিগালাজের পর্যায়েও পৌঁছায়।

সম্প্রতি ক্রিকেট বিশ্বকাপের ফাইনালে ভারতের পরাজয়ের পর যেভাবে বাংলাদেশি সমর্থকদের একাংশ প্রকাশ্যেই আনন্দোল্লাস প্রকাশ করেছেন এবং ভারতীয়রাও অনেকেই তাদের 'অকৃতজ্ঞ' বলে পাল্টা গালমন্দ করেছেন, তা থেকেও বোঝা যায় এই মানসিকতাটা উভয় দেশের জাতীয় জীবনের অনেক গভীরেই শিকড় বিছিয়েছে।

ইস্যুটা হয়তো ঘন ঘন পাল্টে যায় - কখনো সেটা ক্রিকেট, কখনো বা রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ - কখনো আবার তিস্তার জল, পেঁয়াজ কিংবা সীমান্তে বিএসএফের গুলি - কিন্তু ভারতের বিরুদ্ধে বাংলাদেশে ক্ষোভের ঢেউ কিন্তু থেমে থাকে না। ভারতেও তার প্রতিক্রিয়া হয় যথারীতি।

বিশেষ করে বাংলাদেশে নির্বাচনের মরশুম এলেই সেখানে ভারতের ভূমিকা নিয়ে তর্কবিতর্ক বাড়ে - আর তখনই সোশ্যাল মিডিয়াতে দিল্লির বিরুদ্ধে নিন্দেমন্দর ঝড় বয়ে যায়।

এই সব ক্ষোভ ও অসন্তোষের কারণগুলো কতটা সঙ্গত তা নিয়ে তর্ক হতে পারে, বাংলাদেশে জনসংখ্যারই বা ঠিক কত শতাংশ ভারতের বিরোধিতায় সরব সে প্রশ্নও উঠতে পারে - কিন্তু ভারতের বিরুদ্ধে, বা আরও নির্দিষ্ট করে বললে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের বাতাবরণ যে একটা তৈরি হয়ে গেছে তা নিয়ে সংশয় নেই।

এখন প্রশ্ন হল, ভারত সরকারের নীতিনির্ধারকরা তাদের ঘরের পাশে 'বন্ধু' দেশে এই সমালোচনার স্রোতকে কী দৃষ্টিতে দেখেন?

হতে পারে দিল্লি সব জেনেবুঝেও এই ক্ষোভ-বিক্ষোভগুলো 'অ্যাড্রেস' করার জন্য বিশেষ কিছুই করতে পারে না। কিংবা তারা বিষয়টা পুরোপুরি উপেক্ষা করার নীতি নিয়ে চলে, সেটাও বোধহয় খুবই সম্ভব।

হয়তো দিল্লি মনে করে যতক্ষণ বাংলাদেশে ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে ভারত সরকারের ঘনিষ্ঠতা বা সুসম্পর্ক আছে এবং সে দেশে ভারতের স্বার্থগুলো ভালভাবে রক্ষিত হচ্ছে ততক্ষণ এদিকে নজর দেওয়ার কোনও প্রয়োজনই নেই।

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের জটিল ম্যাট্রিক্সে এই রসায়নটা আসলে ঠিক কী, তা জানতেই বিবিসি বাংলা কথা বলেছে দিল্লির কূটনৈতিক মহলের শীর্ষ কর্মকর্তা, সাবেক রাষ্ট্রদূত ও বিশ্লেষকদের সঙ্গে।

জানার চেষ্টা করেছে ঢাকার কূটনৈতিক মহল এক্ষেত্রে দিল্লির মনোভাবটা কীভাবে ব্যাখ্যা করেন, সেটাও।

'ভারত মোটেও উদ্বিগ্ন নয়'

ভারতের সাবেক শীর্ষস্থানীয় কূটনীতিবিদ সৌমেন রায় দীর্ঘদিন ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক নিয়ে স্টাডি করেছেন, অবসর নেওয়ার পরও এখনো বাংলাদেশে তাঁর নিয়মিত যাতায়াত আছে।

বাংলাদেশের নাগরিকদের মধ্যে একটা শ্রেণী যে ভারতের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ, সেটা তিনি মোটেই অস্বীকার করেন না।

কিন্তু এরা সে দেশের কতজন? কতজন ফেসবুকে এসে ভারতকে গালমন্দ করছেন? আমি বিশ্বাস করি এর বাইরেও বাংলাদেশে একটা 'সাইলেন্ট মেজরিটি' বা নীরব সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ আছেন যারা ভারতের সঙ্গে সম্পর্ককে মর্যাদা দেন এবং ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্ব চান, বলছিলেন সৌমেন রায়।

যেভাবে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশি চিকিৎসা থেকে পর্যটন, নানা প্রয়োজনে ভারতে আসছেন এবং সেই সংখ্যাটা ক্রমশই বাড়ছে - সেটাকে ওই 'গুডউইলে'র প্রতিফলন বলেই মনে করেন তিনি।

তাই বলে কি সেখানে ভারত বিদ্বেষ নেই? আছে। কিছু লোক ভারতের বিরুদ্ধে রোজ গলাও ফাটাচ্ছেন, অনেকে সেটাকে আবার ফুলিয়ে-ফাঁপিয়েও পেশ করছেন।

তবে আমার ধারণা ভারত এটা নিয়ে মোটেও উদ্বিগ্ন নয়। এগুলোর দিকে সতর্ক নজর রাখা হয় ঠিকই, কিন্তু এই অ্যান্টি-ইন্ডিয়া 'বোগি'কে ভারত কিন্তু আদৌ বিশেষ গুরুত্ব দেয় না, জানাচ্ছেন সাবেক ওই ভারতীয় রাষ্ট্রদূত।

শেখ মুজিবের হত্যাকান্ড থেকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে খালেদা জিয়ার প্রথম মেয়াদ - এই দু'দশকেরও বেশি লম্বা সময়ে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে একটা স্থবিরতা এসেছিল, সে কথাও তিনি মনে করিয়ে দিচ্ছেন।

টুকরো খবর

অযোধ্যায় রামমন্দিরের উদ্বোধনে আডবাণী-জোশীরাই কেন থাকছেন না?

অযোধ্যা ঃ ভারতের অযোধ্যায় আগামী মাসে রামমন্দিরের উদ্বোধনে সারা ভারতের হিন্দু সাধুসন্ত, রাজনৈতিক নেতা, চিত্রতারকা সহ প্রায় চার হাজার মানুষকে আমন্ত্রণ পাঠানো হচ্ছে। তবে আশির দশক থেকে রাম মন্দির আন্দোলনের পুরোভাগে থাকা লাল কৃষ্ণ আদবাণী, মুরলী মনোহর জোশীকে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়েও তাদের না আসতে অনুরোধ করা হয়েছে। অযোধ্যা, ১৯৯২ সালের ছয়ই ডিসেম্বর। কয়েক লক্ষ হিন্দু 'করসেবক' সেদিন অযোধ্যায়। বেশ কয়েকজনকে দেখা গিয়েছিল বাবরি মসজিদের মাথায় উঠে পড়তে। লাল কৃষ্ণ আডবাণী সেই সময়ে বক্তৃতা করছিলেন, মনে আছে। বাবরি মসজিদের মাথায় তখন বেশ কয়েকজন করসেবক উঠে পড়লেন। মঞ্চের মাইক থেকে কয়েকবার বলা হয়েছিল যে মসজিদের গম্বুজে পতাকা তোলা হয়ে গেছে, এবারে নেমে আসুন আপনারা, ছয়ই ডিসেম্বর অযোধ্যায় হাজির থাকা প্রবীণ সাংবাদিক শুভাশিস মৈত্র বলছিলেন। তার কথায়, সেই আবেদন তো কেউ শোনেই নি, উল্টে আরও বহু মানুষ উঠে পড়তে লাগল মসজিদের গম্বুজে। একটা সময়ে মি. আডবাণী মঞ্চ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, সেটাও মনে আছে। মুরলী মনোহর জোশীও মঞ্চে ছিলেন। তারপর তো সবাই জানেন যে কীভাবে মসজিদটি ভেঙ্গে পড়েছিল।

মি. মৈত্র যে দুজন প্রবীণ বিজেপি নেতার কথা বলছিলেন, তারা ১৯৯২'র ছয়ই ডিসেম্বর অযোধ্যায় হাজির থাকলেও ২০২৪ সালের ২২শে জানুয়ারি যেদিন রামমন্দিরের উদ্বোধন হবে অযোধ্যায়, সেখানে হাজির থাকবেন না। ওই অনুষ্ঠানে তাদের যোগ দিতে নিষেধ করেছে রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্ট। তারাই রামমন্দির নির্মাণ আর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজনের দায়িত্বে আছে।

ট্রাস্টের প্রধান চম্পত রাই সংবাদ সম্মেলন করে বলেছেন যে লাল কৃষ্ণ আডবাণী আর মুরলী মনোহর জোশী দুজনকেই আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, কিন্তু তারা যাতে সেদিন না আসেন, সেই অনুরোধও করেছেন মি. রাই নিজেই। তার কথায়, ওই অনুষ্ঠানে মি. আডবাণীর যোগ দেওয়া তো অবশ্যই উচিত, কিন্তু আমি অনুরোধ করব যে তিনি যেন না আসেন। আর মি. জোশীর সঙ্গে আমার সরাসরি কথা হয়েছে। তাকেও আসতে বারণ করেছি আমি। তিনি জেদ করছেন আসার জন্য। আমি বার বার তাকে বুঝিয়েছি যে আপনার অনেক বয়স হয়েছে, ঠাণ্ডার মরসুম এখন। তাছাড়া আপনার হাঁটুর অপারেশনও হয়েছে। রাম মন্দির আন্দোলনে যেমন বিজেপি ছিল, তেমনই ছিল উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ আর সরাসরি আরএসএসের শাখা সংগঠন বজরং দলও। উত্তর প্রদেশের বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মুখপাত্র শরদ শর্মা বলছিলেন, মি. আডবাণী আর মি. জোশীর মতো প্রাতঃস্মরণীয় নেতারা তো আমাদের সম্পদ। তাদের জন্য আর 'শহীদ' হওয়া করসেবকদের জন্যই তো আজ রাম মন্দির নির্মাণ সম্ভব হয়েছে। তাদের কী করে ভোলা যায়? তাদের দুজনকেই যথাযথ নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। আবার তাদের স্বাস্থ্যের দিকেও তো খেয়াল রাখা দরকার। তাদের বয়স, শীতকাল - এই সব মিলিয়েই মি. রাই অনুরোধ করেছেন যে মি. আডবাণী বা মি. জোশী যেন ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় না আসেন। তাদের সুস্থ থাকাটাও আমাদের কাছে জরুরি। ওরা যাতে সশরীরে হাজির না হলেও পুরো অনুষ্ঠান দেখতে পারেন, তার জন্য এলইডি স্ক্রিন ইত্যাদিরও ব্যবস্থা হচ্ছে, বলছিলেন মি. শর্মা।

বিজেপির প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম মি. আডবাণীর বয়স এখন ৯৬ বছর আর মুরলী মনোহর জোশী পরের বছর ৯০'তে পা দেবেন। এঁরা দুজনে এবং তাদের সঙ্গে উমা ভারতী, সাধ্বী ঋতম্ভরা, কল্যাণ সিং, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতা অশোক সিংঘল, প্রবীণ তোগারিয়া এবং বজরং দলের বিনয় কাটিয়ার - এই কয়েকটি মুখই ছিল আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে রাম মন্দির আন্দোলনের সবথেকে পরিচিত চেহারা। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দুই নেতা ছাড়া বাকিরা প্রত্যেকেই বিজেপির হয়ে কেউ মুখ্যমন্ত্রী, কেউ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, কেউ একাধিকবারের সংসদ সদস্য হয়েছেন। লালকৃষ্ণ আডবাণী আশির দশকের শেষ দিকে রাম মন্দিরের পক্ষে জনসমর্থন জোটাতে গুজরাতের সোমনাথ থেকে সারা ভারত জুড়ে একটা রথযাত্রা করেছিলেন। সেই যাত্রা শেষ হয়েছিল অযোধ্যায় গিয়ে এক 'করসেবা'র মধ্যে দিয়ে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলেন, সেই প্রথম হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির ভাবনা ভারতের একটা বৃহৎ অংশের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন মি আডবাণীসহ বিজেপি নেতারা। এরপরে ১৯৯২ সালেও করসেবার আয়োজন করে হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো। সেই সময়েই ধ্বংস হয় বাবরি মসজিদ। কলকাতার প্রবীণ সাংবাদিক শুভাশিস মৈত্রর কথায়, লালকৃষ্ণ আডবাণীর রথযাত্রার সময়ে অনেক জায়গাতেই সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ হয়েছিল। আবার এটাও ঘটনা যে ছয়ই ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ভেঙ্গে ফেলা প্রসঙ্গে তিনি নিজের আত্মজীবনীতে ওই দিনটিকে 'জীবনের সবথেকে দুঃখের দিন' বলে বর্ণনা করেছিলেন। রাম মন্দিরের স্বপক্ষে জনসমর্থন জোটানোর জন্য প্রধান নেতা যদি হয়ে থাকেন মি. আডবাণী, তাহলে দ্বিতীয় নেতা ছিলেন মি. জোশী। এঁদের পাশাপাশি রাম মন্দির আর হিন্দুত্বের সপক্ষে জ্বালাময়ী ভাষণ দেওয়ার জন্য বিখ্যাত ছিলেন উমা ভারতী, সাধ্বী ঋতম্ভরা, অশোক সিংঘল, প্রবীণ তোগারিয়া বা বিনয় কাটিয়াররা। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের সময়ে কল্যাণ সিং ছিলেন উত্তর প্রদেশের বিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী। এদের নাম আর চেহারা ভারতের একটা বড় অংশের সাধারণ মানুষের কাছে পরিচিত হয়ে গিয়েছিল রাম মন্দির আন্দোলনের কারণেই। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতা অশোক সিংঘল এবং কল্যাণ সিং মারা গেছেন। আর উমা ভারতী সহ রামমন্দির আন্দোলনের অন্য আদি নেতা-নেত্রীরা বিজেপিতে গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছেন দীর্ঘদিন ধরেই। নরেন্দ্র মোদী - অমিত শাহরা ক্ষমতায় আসার পরে মি. আডবাণী আর মি. জোশীকে 'মার্গ দর্শক মণ্ডলী'র সদস্য করে দিয়ে বলতে গেলে একরকম 'বৃদ্ধাশ্রমে' পাঠিয়ে দিয়েছেন। অন্য দেরও সক্রিয় রাজনীতিতে আর দেখা যায় না বিশেষ একটা। রাজনৈতিক বিশ্লেষক শুভাশিস মৈত্র বলছিলেন, মি. আডবাণী বা মি. জোশীদের অযোধ্যায় না আসার পিছনে তাদের বয়স, স্বাস্থ্য ইত্যাদির কথা বলা হচ্ছে বটে। কিন্তু সেটা তো তারা নিজেরাই জানিয়ে দিতে পারতেন, একটা টুইট করে বা বিবৃতি দিয়ে। সেটা অন্য কাউকে দিয়ে বলাতে হল কেন যে তাদের আসতে বারণ করা হচ্ছে? গত বেশ কয়েক বছরের ঘটনাক্রম দেখে এটাই মনে হচ্ছে যে রাম মন্দির প্রতিষ্ঠা যে বিজেপির বর্তমান রাজনৈতিক নেতৃত্বের কৃতিত্ব, সেটাই তুলে ধরার চেষ্টা হচ্ছে। সেই কৃতিত্বে অন্য কাউকে ভাগ বসাতে দিতে বোধহয় রাজি নন বর্তমান নেতৃত্ব, অর্থাৎ মি. মোদী এবং মি. শাহ।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
শুক্রবার
৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
22:12:2023

নির্বাচনকে যেভাবে দেখছে রাজশাহীর মানুষ - সরেজমিন বাগমারা

দমন : রাজশাহী শহরে থেকে সড়কপথে প্রায় দেড়ঘন্টার দুরত্ব বাগমারা উপজেলার হাট গাঙ্গোপাড়া বাজার। বাজার অতিক্রম করার সময় দেখা গেল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী কয়েকজন প্রার্থীর পোস্টার। এদের একজন বর্তন সংসদ সদস্য এনামুল হক এবং অপরজন আওয়াম লীগ মনোনীত প্রার্থী আবুল কালাম আজাদ। রাজশাহী জেলার ছয়টি আসনের মধ্যে যে জায়গায় মোটামুটি প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচনের আভাস পাওয়া যাচ্ছে সেটি হলো রাজশাহী১ আসন। এর বড় কারণ হচ্ছে, এনামুল টানা তিনবার সংসদ সদস্য থাকলেও এবার তিনি আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পাননি। হাট গাঙ্গোপাড়া থেকে আরো কিছুটা ভেতরের দিকে বাড়িঘর। এখানে কথা বলছিলাম আফজাল হোসেনের সাথে। তিনি মূলত কৃষক হলেও যখন কৃষিকাজ থাকে না তখন তিনি ভান চালক হিসেবে কাজ করেন। নির্বাচন প্রসঙ্গে কথা উঠতেই তিনি জানালেন, বিষয়টি নিয়ে তার তেমন একটা আগ্রহ নেই। কারন এই নির্বাচনকে তিনি 'একতরফা নির্বাচন' হিসেবে দেখছেন। তার মতে 'ভোট দেয়া এবং না দেয়া সমান কথা'।

করোনাভাইরাসের নতুন ভ্যারিয়েন্ট ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে - বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

কলকাতা (এজেন্সী) ঃ করোনাভাইরাসের অমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের একটি উপধরণকে গুরুত্বপূর্ণ বলে চিহ্নিত করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। কারণ এটি 'দ্রুত ব্যাপকভাবে বিস্তার' লাভ করছে।

সম্প্রতি জেএন.১ নামে এই নতুন ভ্যারিয়েন্টটি ভারত, চীন, যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাওয়া গেছে।

তবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, মানুষের মধ্যে এখনো এতে সংক্রমিত হওয়ার ঝুঁকি কম। এছাড়া বর্তমানে প্রচলিত টিকার মাধ্যমেও এর থেকে সুরক্ষা পাওয়া সম্ভব।

কিন্তু সংস্থাটি হুশিয়ার করে বলেছে, এই শীতকালে কোভিড ও অন্যান্য সংক্রমণ বাড়তে পারে। সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন দেশে ফ্লু, এবং মাঝারি ঠাণ্ডা এবং নিউমোনিয়াসহ শ্বাসতন্ত্রের অন্যান্য রোগ বাড়ছে।

যে ভাইরাসের কারণে কোভিড হয় সেটি ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছে এবং অনেক সময় এর কারণে নতুন ভ্যারিয়েন্টের উদ্ভব হচ্ছে।

গত বেশ কিছুদিন ধরেই বিশ্ব জুড়ে অমিক্রন ভ্যারিয়েন্টটি সবচেয়ে বেশি সংক্রমিত করেছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জেএন.১ ভ্যারিয়েন্টসহ বর্তমানে অমিক্রনের সাথে সংশ্লিষ্ট এমন গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ভ্যারিয়েন্ট নিয়ে কাজ করছে। যদিও এগুলোর মধ্যে কোনটিই এখনো পর্যন্ত উদ্বেগের কারণ হয়নি।

কিন্তু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এখন বলছে, জেএন.১ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে।

যুক্তরাষ্ট্রের রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্র সিডিসির তথ্য অনুযায়ী, দেশটিতে এই ভ্যারিয়েন্টটি বর্তমানে সবচেয়ে দ্রুত ছড়িয়ে পড়া ভ্যারিয়েন্ট।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ১৫-২৯ শতাংশ সংক্রমণ এখন এর কারণে হচ্ছে।

যুক্তরাজ্যের স্বাস্থ্য সুরক্ষা সংস্থা এনএইচএস বলছে, ল্যাবে ধরা পড়া কোভিড পজিটিভ ঘটনার মধ্যে প্রায় সাত শতাংশ হচ্ছে জেএন.১ এর কারণে।

সংস্থাটি বলছে, এই তথ্য এবং অন্যান্য ভ্যারিয়েন্টগুলো সম্পর্কিত তথ্যগুলো পর্যবেক্ষণ করা চালিয়ে যাবে তারা।

কী জানা যাচ্ছে নতুন ভ্যারিয়েন্ট সম্পর্কে

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, জেএন.১ সব এলাকায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে, কারণ এর একটি অতিরিক্ত স্পাইক প্রোটিন রয়েছে।

যদিও নতুন এই ভ্যারিয়েন্টের উৎপত্তি বিএ.২.৮৬ ভ্যারিয়েন্ট থেকে, তবে ওই ভ্যারিয়েন্টের তুলনায় এটি দ্রুত ছড়ায়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ধারণা করা হচ্ছে যে, এ ভ্যারিয়েন্টটি অন্যান্য ভাইরাল ও ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণের সাথে সাথে সার্সকভ২ (করোনাভাইরাসের) এর সংক্রমণ বাড়াতে পারে। বিশেষ করে যে দেশগুলোতে শীতকাল শুরু হচ্ছে সেখানে এর সংক্রমণ বাড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, টিকা দেয়ার ফলে যে দেহে সুরক্ষা তৈরি হয়েছে সেটি ভাঙতে এই জেএন.১ ভ্যারিয়েন্ট কতটা সক্ষম, সে সম্পর্কিত তেমন কোন নথিপ্রমাণ নেই।

এছাড়া মানুষ আগের ভ্যারিয়েন্টগুলোর তুলনায় এটি আরো বেশি অসুস্থ করে তোলে কিনা তারও কোন তথ্য নেই।

ডাব্লিউএইচও বলছে, মানুষের স্বাস্থ্যের উপর এর প্রভাব কেমন হয় তা বুঝতে আরো বেশি গবেষণা করা দরকার। কারণ কোভিড আক্রান্ত হয়ে মানুষের হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার তথ্য দেয়ার হার বিভিন্ন দেশে নাটকীয়ভাবে কমে গেছে।

সংক্রমণ এবং মারাত্মক রোগ ঠেকাতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কয়েকটি পরামর্শ দিয়েছে। এগুলো হচ্ছে ঃ

বদ্ধ এবং ভিড় রয়েছে এমন জায়গায় মাস্ক পরা

হাঁচি ও কাশি ঢেকে দেয়া

নিয়মিত হাত পরিষ্কার করা

কোভিড ও ফ্লু এর টিকা নেয়া

বিশেষ করে স্বাস্থ্য ঝুঁকি থাকলে অবশ্যই টিকা নেয়া

অসুস্থ হলে বাড়িতে থাকা

উপসর্গ দেখা দিলে পরীক্ষা করানো

করোনাভাইরাস সম্পর্কে যা জানি আমরা

করোনাভাইরাস এমন একটি সংক্রামক ভাইরাস - যা এর আগে কখনো মানুষের মধ্যে ছড়ায়নি।

করোনাভাইরাস, যার পোশাকি নাম কোভিড১৯, পৃথিবীতে এর বিস্তার শুরু ২০২০ সালের শুরুতে, জানুয়ারি ২০২১ নাগাদ বিশ্বের ১৯১ দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।

এই ভাইরাস যা মানুষের ফুসফুসের মারাত্মক রোগ সৃষ্টি করে যা পূর্বে বিজ্ঞানীদের অজানা ছিল চীন থেকে ছড়িয়ে পড়েছে।

জনের মৃত্যু হয়েছিল আর ৮০৯৮ জন সংক্রমিত হয়েছিল, সেটিও ছিল এক ধরণের করোনাভাইরাস।

এই রোগটিকে প্রথমদিকে নানা নামে ডাকা হচ্ছিল, যেমন 'চায়না ভাইরাস', 'করোনাভাইরাস', '২০১৯ এনকভ', 'নতুন ভাইরাস', 'রহস্যময় ভাইরাস' ইত্যাদি।

তবে, ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা রোগটির আনুষ্ঠানিক নাম দেয় কোভিড১৯ যা 'করোনাভাইরাস ডিজিজ ২০১৯'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ।

করোনাভাইরাস আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণ কী

রেসপিরেটরি বা শ্বাসতন্ত্রে সংক্রমণের লক্ষণ ছাড়াও জ্বর, কাশি, শ্বাস প্রশ্বাসের সমস্যাই মূলত প্রধান লক্ষণ।

এই ভাইরাস ফুসফুসে আক্রমণ করে।

সাধারণত শুষ্ক কাশি ও জ্বরের মাধ্যমেই শুরু হয় উপসর্গ, পরে শ্বাস প্রশ্বাসে সমস্যা দেখা দেয়।

সাধারণত রোগের উপসর্গগুলো প্রকাশ পেতে গড়ে পাঁচ দিন সময় নেয়।

শুরুতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলেছিল, ভাইরাসটির ইনকিউবেশন পিরিয়ড ১৪দিন পর্যন্ত স্থায়ী থাকে। তবে কিছু কিছু গবেষকের মতে এর স্থায়িত্ব ২৪ দিন পর্যন্ত থাকতে পারে।

যদিও পরে ভাইরাসের ধরণে পরিবর্তনের সাথে সাথে উপসর্গ প্রকাশের সময়েও কিছুটা পরিবর্তন এসেছে।

মানুষের মধ্যে যখন ভাইরাসের উপসর্গ দেখা দেবে তখন বেশি মানুষকে সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকবে তাদের।

তবে এমন ধারণাও করা হচ্ছে যে নিজেরা অসুস্থ না থাকার সময়ও সুস্থ মানুষের দেহে ভাইরাস সংক্রমিত করতে পারে মানুষ।

শুরুর দিকের উপসর্গ সাধারণ সর্দিজ্বর এবং ফ্লু'য়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ায় রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে দ্বিধাগ্রস্থ হওয়া স্বাভাবিক।

এ পর্যন্ত এই ভাইরাসে বিশ্বব্যাপী ৩০ লাখের মত মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে।

ভাইরাসটির আরেক নাম ২০১৯-এনসিওভি বা নভেল করোনাভাইরাস। করোনাভাইরাসের অনেক রকম প্রজাতি আছে, কিন্তু এর মধ্যে মাত্র কয়েকটি প্রজাতি মানুষের দেহে সংক্রমিত হতে পারে।

এর আগে ২০০২ সাল থেকে চীনে মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়া সার্স (পুরো নাম সিভিয়ার এ্যাকিউট রেসপিরেটরি সিনড্রোম) নামে যে ভাইরাসের সংক্রমণে পৃথিবীতে ৭৭৪

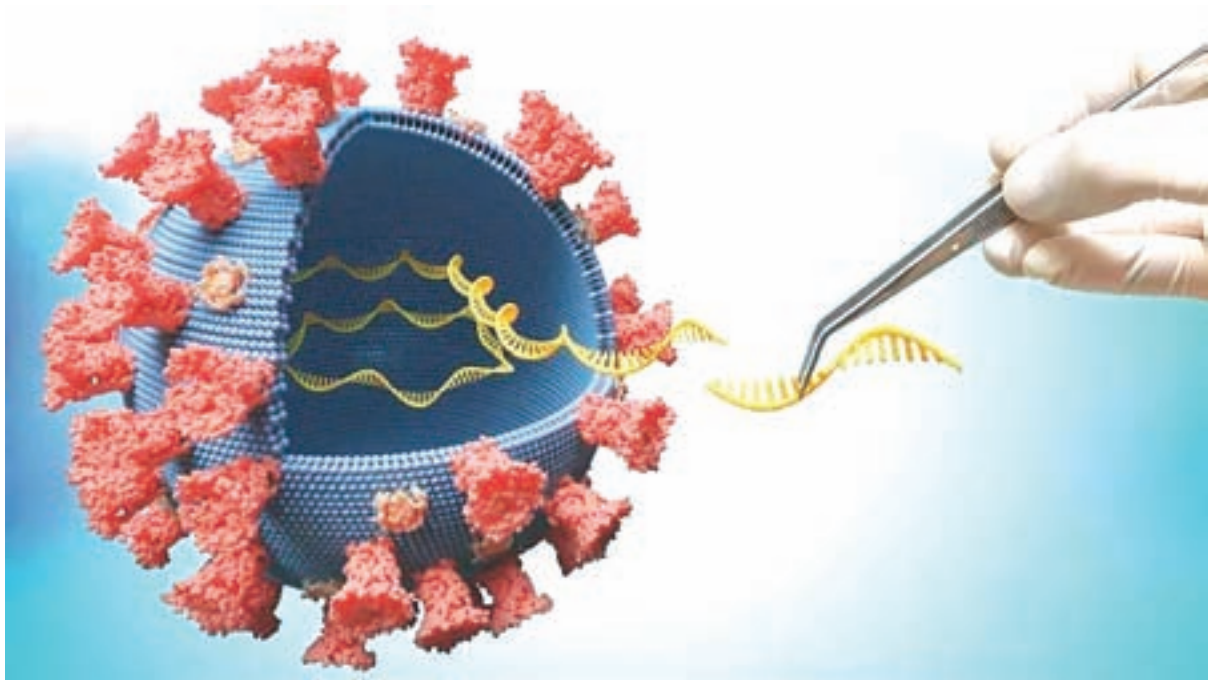

শিখ নেতা হত্যার ষড়যন্ত্র নিয়ে ভারতের 'সুর বদলের আভাস' পাচ্ছেন ট্রুডো

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী)ঃ কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো বলেছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক এক শিখ নেতাকে হত্যার ষড়যন্ত্র সামনে আসার পরে ভারত যে রকম প্রতিক্রিয়া দিয়েছে, তাতে তিনি দিল্লির মনোভাবে বদলের 'আভাস' পাচ্ছেন। মাস দুয়েক আগে তিনি যখন অভিযোগ তুলেছিলেন যে কানাডার বাসিন্দা এক শিখ নাগরিক হত্যার সঙ্গে ভারতীয় এজেন্সিগুলি যুক্ত, তখন ভারত যে প্রতিক্রিয়া দিয়েছিল, তার তুলনায় এখন যুক্তরাষ্ট্রের তোলা অভিযোগের পরে দিল্লি বেশ কিছুটা সংযমী।

মি. ট্রুডো সিবিসি নিউজকে সাক্ষাৎকারটি দেওয়ার ঠিক আগে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও এ বিষয়ে যুক্তরাজ্যের সংবাদপত্র ফিনান্সিয়াল টাইমসকে একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছেন।

মি. মোদী বলেছেন যে ভারতের কোনও নাগরিক যদি কোনও ভাল বা খারাপ কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকেন, তাহলে বিষয়টি খতিয়ে দেখতে তার দেশ প্রস্তুত আছে। এধরনের কিছু ঘটনাকে দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের সঙ্গে যুক্ত করা উচিত নয় বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

সংবাদমাধ্যমকে নরেন্দ্র মোদী সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন, এরকম ঘটনা বিরল।

মি. মোদীর সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হওয়ার পরে কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো তাঁর সাক্ষাৎকারটি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন আমেরিকার আদালতে অভিযোগপত্র পেশ হওয়ার পরে ভারতের আচরণে সামান্য বদল এসেছে বলে তার মনে হচ্ছে।

কেন এই 'সুর বদল'?

কানাডার প্রধানমন্ত্রী মাসদুয়েক আগে অভিযোগ করেছিলেন যে তার দেশের এক শিখ নেতা হরদীপ সিং নিজ্জরকে হত্যার ঘটনায় ভারতীয় এজেন্সিগুলি জড়িত।

ভারত ওই অভিযোগ সরাসরি উড়িয়ে দিয়েছিল আর তারপরে দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কে সংঘাত শুরু হয়।

সিবিসি নিউজকে দেওয়া সর্বশেষ সাক্ষাৎকারটিতে মি. ট্রুডো বলেছেন যে মাস দুয়েক আগে তিনি যে কথা বলেছিলেন, তার পরে ভারত যে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল, এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অভিযোগ তোলার পরে ভারতের দিক থেকে কিছুটা সংযমী বক্তব্য পাওয়া যাচ্ছে।

তার কথায়, আমার মনে হয় যে তারা (ভারত) এটা বুঝতে শুরু করেছে এই বিষয়টি আর এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। আগের থেকে কিছুটা খোলা মনে সহযোগিতা করা হচ্ছে।

এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে বলা হলে মি. ট্রুডো বলেন, এরকম একটা ধারণা হচ্ছে, এটা ধারণাই যদিও, এই বোধটা (ভারতের) হচ্ছে যে কানাডাকে আক্রমণ করে কথাবার্তা বললেই সমস্যাটা এড়িয়ে যাওয়া যাবে না।

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী যখন বলেন যে এর অর্থ কী দিল্লিতে পরিবর্তন হয়েছে, কানাডার প্রধানমন্ত্রীর জবাব ছিল, আমি এটাকে পরিবর্তন বলব না, কিন্তু সম্ভবত একটা বদলের আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

তিনি জোর দিয়ে এও বলেন যে অটোয়া ভারতের সঙ্গে সংঘাতে যাওয়ার চেষ্টা করছে না, কিন্তু কানাডার কাছে মোলিক বিষয় হল আইনের শাসন উর্দ্ধে তুলে ধরাটা।

ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি এবং ভারত প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চলের কৌশল নিয়েও একযোগেই কাজ করবে কানাডা, এটাও উল্লেখ করেন জাস্টিন ট্রুডো।

যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ নিয়ে মুখ খুললেন মোদীও

নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, আমাদের কোনও নাগরিক যদি ভালো বা মন্দ কিছু করে থাকেন, তাহলে আমরা তা খতিয়ে দেখতে প্রস্তুত। আমরা আইনের শাসনের প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ।

যে মার্কিন নাগরিককে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল বলে মার্কিন অ্যাটর্নি জেনারেলের দপ্তর নিউ ইয়র্কের এক আদালতে অভিযোগপত্র পেশ করেছে, সেই গুরপতওয়ান্ত সিং পান্নুকে ভারত আগেই 'সন্ত্রাসী' বলে ঘোষণা করেছিল।

সেই প্রসঙ্গ টেনে এনে মি. মোদী তার সাক্ষাতকারে বলেছেন, ভারতের বাইরে বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনগুলির কার্যকলাপ নিয়ে আমরা খুবই উদ্বিগ্ন।এই বিচ্ছিন্নতাবাদীরা মত প্রকাশের স্বাধীনতার নামে সহিংসতার হুমকি দেয় এবং উসকানি দেয়।''

তবে এই ঘটনায় ভারত মার্কিন সম্পর্কে কোনও প্রভাব পড়বে না বলেই তিনি মনে করেন।

মি. মোদী আরও বলেন, নিরাপত্তা ও সন্ত্রাস বিরোধী সহযোগিতা আমাদের বন্ধুত্বের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আমি মনে করি না যে কিছু ঘটনাকে দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের সঙ্গে যুক্ত করে দেখা উচিত।

মার্কিন অ্যাটর্নি জেনারেলের দপ্তর থেকে নিউ ইয়র্কের আদালতে যে অভিযোগপত্র পেশ করা হয়েছে, সেখানে ভারতীয় নাগরিক নিখিল গুপ্তা যে আমেরিকার নাগরিক এক শিখ নেতাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিলেন এবং ওই কাজের জন্য এক ভাড়াটে খুনিকে অগ্রিমও দিয়েছিলেন, সেটা লেখা হয়েছে।

এক ভারতীয় কর্মকর্তা, যিনি নিরাপত্তা বিষয়ক সরকারি কাজে জড়িত, তিনিই যে মি. গুপ্তাকে নির্দেশ দিচ্ছিলেন, সেটাও লেখা হয়েছে।

যে ভাড়াটে খুনিকে ঠিক করা হয়েছিল হত্যাকাণ্ডের জন্য, তিনি যে আসলে এক ছদ্মবেশী মার্কিন ফেডারেল এজেন্ট, সেটা না বুঝেই তাকে অগ্রিম অর্থ প্রদান করেন মি. গুপ্তার এক সহযোগী।

যে শিখ নেতাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল বলে অভিযোগ করা হচ্ছে, তার নাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লেখেনি। কিন্তু অভিযোগপত্র পেশ করার আগেই যুক্তরাজ্যের সংবাদপত্র ফিনান্সিয়াল টাইমস সূত্র উদ্ধৃত করে খবর প্রকাশ করেছিল যে ওই শিখ নেতার নাম গুরপতওয়ান্ত সিং পান্নু।

মি. পান্নু ভারতীয় বংশোদ্ভূত, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডার যে।থ নাগরিক। বেশ কয়েক বছর আগেই ভারত তাকে 'সন্ত্রাসী' বলে ঘোষণা করেছে।

মি. পান্নুকে হত্যার ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগে ভারতীয় নাগরিক নিখিল গুপ্তাকে ওয়াশিংটনের অনুরোধে চেক প্রজাতন্ত্রে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

মি. গুপ্তার নামে আগে থেকেই মাদক ও অস্ত্র চোরাচালানের অভিযোগ আছে ভারতে।